সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৬৩ তম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২৪
www.ahlehadeethbd.org/protiva

‘সোনামণি’ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত ‘সোনামণি প্রতিভা’-এর প্রাপ্তিস্থান

কুমিল্লা	:	মাওলানা আতীকুর রহমান, আল-হেরা মডেল মাদ্রাসা, খিয়াইকান্দি, মাধাইয়া বাজার, দেবিদ্বার, ০১৭৪৯-৬৪৬৫১৭; রুহুল আমীন, ফুলতলী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা : ০১৬৩৫-২০৮৯১৮; আব্দুল হান্নান, তাওহীদ ইসলামী লাইব্রেরী, নবীপুর স্টেশন, মুরাদ নগর, কুমিল্লা : ০১৭২৭-৩৭৫৭২৪; হাবীবুর রহমান, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা : ০১৭৮৩-৬৯৯০৪৭; ক্বারী আব্দুল আলীম, জগতপুর মাদ্রাসা, বুড়িচং, কুমিল্লা : ০১৫৭১-২৩৭১৯১
খুলনা	:	রবীউল ইসলাম, দৌলতপুর : ০১৭১৯-৮৫০৮৫৪; মাওলানা নাজমুল হুদা, চাঁদপুর, শিয়ালী বাজার, রূপসা : ০১৭৫৮-১০৯৭৮৮
গাইবান্ধা	:	মুহাম্মাদ রাফিউল ইসলাম, মহিমাগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা, গোবিন্দগঞ্জ : ০১৭৪২-১০৬০৭১; হাফেয ওবায়দুল্লাহ, দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া দারুল হুদা সালফিইয়াহ মাদ্রাসা, রতনপুর, গোবিন্দগঞ্জ : ০১৭২২-৯১৬০৪৪
গাযীপুর	:	হাফেয আব্দুল কাহহার, গাছবাড়ী উত্তরপাড়া, রঘুনাথপুর, গাযীপুর : ০১৭৪০-৯৯৯৩২৮; শরীফুল ইসলাম, পিরুজালা আলিমপাড়া, গাযীপুর : ০১৭২১-৯৭৭৭৮৫।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	:	মুনীরুল ইসলাম, আলো কম্পিউটার সেন্টার, কলেজ মোড়, রেল ব্রীজ, রহনপুর, গোমস্তাপুর, : ০১৭১৩-৭৪৬১০৬
চুয়াডাঙ্গা	:	সাঈদুর রহমান, জয়রামপুর, দামুড়হুদা : ০১৯১৮-২১৬৫৮৫
জয়পুরহাট	:	শামীম আহমাদ, জীবনপুর, সোনাপুর, পাঁচবিবি : ০১৭৫০-৮৬৮৪২৫
জামালপুর	:	ইউসুফ আলী, শরীফপুর উচ্চ বিদ্যালয়, শরীফপুর : ০১৬১৩-০২৬৩৬২; হাফেয জুবায়েদুর রহমান, ঢেংগারগড়, ইসলামপুর : ০১৯২৪-৩২১৮৫৯
ঝিনাইদহ	:	নযরুল ইসলাম, বেড়াশুনা, চণ্ডিপুর : ০১৯৫৯-৯৪৫৬৫৮
টাঙ্গাইল	:	যিয়াউর রহমান, কাগমারী, ভবানীপুর পাতুলিপাড়া : ০১৭৫৪-০৩৭৬৫৭
ঠাকুরগাঁও	:	মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান, পশ্চিম বনগাঁও, হরিপুর : ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪; আরীফুল ইসলাম, কোঠাপাড়া, বেগুনবাড়ী, পীরগঞ্জ : ০১৭৬৭-০৩৫৩৩৩; আযীযুর রহমান, হাটপাড়া, করনাই, পীরগঞ্জ : ০১৭২৩-২২৫৯০৩
দিনাজপুর	:	ফারাজুল ইসলাম, রাণীপুকুর, বোর্ডেরহাট, বিরল : ০১৭৫৭-৮৮৫৩১২; ছাদিকুল ইসলাম, মাদানী লাইব্রেরী, রাণীরবন্দর, চিরিরবন্দর : ০১৭২৩-৮৯০৯১২; আলমগীর হোসাইন, নরোত্তমপুর, বিরল : ০১৭৪১-৪৬০৮২৯; রায়হানুল ইসলাম, ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ : ০১৭২২-৮২৮১৫৭; সাইফুল ইসলাম, নবাবগঞ্জ : ০১৭২০-৯৯২১৫৪
নওগাঁ	:	জাহাঙ্গীর আলম, সোনাপুর, বলিহার, মহাদেবপুর, নওগাঁ : ০১৮৮৮-৫৬০০২৪; আব্দুর রহমান, ধাউড়িয়া, বালাতৈড়, নিয়ামতপুর, নওগাঁ : ০১৭৪৬-১৫৯৯৬১
নরসিংদী	:	আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক, নিউ ইন্টারন্যাশনাল, রাইন ওকে মার্কেট, দোকান নং ৩০০, ৩য় তলা, মাধবদী : ০১৯৩২-০৭২৪৯২
নাটোর	:	মুহাম্মাদ রাসেল, জামনগর ঘোষপাড়া, বাগাতিপাড়া : ০১৭৪৬-১১৫৮৮৯
নারায়ণগঞ্জ	:	মুহাম্মাদ আবু সাঈদ, কালনী, গোবিন্দপুর, রূপগঞ্জ : ০১৭৪১-৬৬৮২৭০
নীলফামারী	:	মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, কৈমারী বাজার, জলঢাকা : ০১৭০৪-৩৬৯৬৬০; রাশেদুল ইসলাম, মা গার্মেন্টস, রামগঞ্জহাট : ০১৭৪৬-২৪২০৭০
পঞ্চগড়	:	মাযহারুল ইসলাম প্রধান, বিসমিল্লাহ হোটেল, জেলা মটর মালিক অফিস সংলগ্ন : ০১৭৩৮-৪৬৫৭৪৪; আমীনুর রহমান, আল-হেরা লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী, ফুলতলার হাট : ০১৭৪০-৮৩৯৫২২
পাবনা	:	রফীকুল ইসলাম, চকপেলানপুর : ০১৭৪১-৩৬৯০৪৭
বগুড়া	:	হাফেয আবু তালহা, সোনাতলা : ০১৭২৫-৯৩০৩৯২
মেহেরপুর	:	রবীউল ইসলাম, কাথুলি, বড় বাজার : ০১৭৫৬-৬২৭০৩১; মাহফূযুর রহমান, তেঁতুলবাড়িয়া, পলাশীপাড়া, গাংনী : ০১৭৭৬-১৬৩০৭৫
যশোর	:	খলীলুর রহমান, হরিদ্রাপোতা হাইস্কুল, ঝিকরগাছা : ০১৭৬৩-৯৮৫৩৭৪; আনোয়ারুল ইসলাম, নতুন মূল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কেশবপুর : ০১৭২৩-২৪৫৪৪৫
রংপুর	:	আব্দুন নূর সরকার, শেখ জামাল উদ্দীন জামে মসজিদ, মুসলিম পাড়া, আলমনগর : ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২; মোকছেদুর রহমান, ইবতেদায়ী প্রধান, আলহাজ্ব আব্দুর রহমান দাখিল মাদ্রাসা, সারাই কাযীপাড়া, হারাগাছ : ০১৭৩১-৪৪৮৯৪৬; হাবীবুর রহমান, আফতাবাবাদ, বদরগঞ্জ : ০১৭৪০-৫৪৬৮৫৪; মুহাম্মাদ লাল মিয়া, হরি নারায়ণপুর, শঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর : ০১৭৩৬-৮১৫৯১৬
রাজবাড়ী	:	আব্দুল্লাহ তৃহা, পাংশা ড্রাগ সার্জিক্যাল, মৈশালা বাসস্ট্যান্ড, পাংশা : ০১৭৯৩-২০২০৮৬
লালমণিরহাট	:	মাহফূযুল হক, খোদাবাগ, সেলিম নগর : ০১৭৩১-২৫৭৫১২
সাতক্ষীরা	:	আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ভবানীপুর, কুশখালী : ০১৭৭১-৫০০৭৪৮
সিরাজগঞ্জ	:	আবু রায়হান, শিমুল দাইড়, কাযীপুর: ০১৭৩৮-৯২২৩১৯৭; ঈসা আহমাদ, এনায়েতপুর : ০১৭৭০-৩৪১৭৫১

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৬৩তম সংখ্যা

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২৪

♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

♦ **সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম

♦ **নির্বাহী সম্পাদক**
নাজমুন নাঈম

♦ **সহকারী সম্পাদক**
মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৬৭-৪৫০৩৪৯
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
Email : sonamoni23bd@gmail.com
Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

➲ **সম্পাদকীয়**
◆ সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠো ০২
➲ **কুরআনের আলো** ০৪
➲ **হাদীছের আলো** ০৫
➲ **প্রবন্ধ**
◆ সন্তান প্রতিপালনে করণীয় ০৬
◆ বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ ১১
➲ **হাদীছের গল্প**
◆ ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ১৫
➲ **এসো দো'আ শিখি** ১৭
➲ **গল্পে জাগে প্রতিভা**
◆ জীবনের গল্প ১৮
➲ **কবিতাগুচ্ছ** ২১
➲ **বহুমুখী জ্ঞানের আসর** ২২
➲ **যাদু নয় বিজ্ঞান** ২৩
➲ **একটুখানি হাসি** ২৫
➲ **সোনামণি সংলাপ** ২৬
➲ **শিক্ষাঙ্গন** ২৯
➲ **রহস্যময় পৃথিবী** ৩০
➲ **সংগঠন পরিক্রমা** ৩৩
➲ **প্রাথমিক চিকিৎসা** ৩৬
➲ **ভাষা শিক্ষা** ৩৮
➲ **লেনদেনের আদব** ৩৯

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠো

সকাল সকাল তথা ভোরে ঘুম থেকে উঠা সারাদিনের কাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভোরে ঘুম থেকে উঠলে দেহ-মন সতেজ থাকে। পড়া বুঝে মুখস্থ করা সহজ হয়। এতে কাজ করার জন্য সারাদিন প্রচুর সময় পাওয়া যায়। যারা সকালে ঘুম থেকে উঠে, কেবল তারাই এর উপকারিতা জানতে পারে। এজন্য ইসলামী শরী'আতে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যারা নিয়মিতভাবে আগেভাগে ঘুম থেকে উঠে, তারা ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করতে পারে। ফলে তারা সারাদিন আল্লাহ তা'আলার যিম্মায় থাকার সুযোগ লাভ করে এবং জান্নাতী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত আদায় করল, সে আল্লাহ্র যিম্মায় রইল' *(মুসলিম হা/৬৫৭)*।

শুধু তাই নয়, যে ব্যক্তি এশার ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করে, সে অর্ধরাত্রি ছালাতে অহিবাহিত করার নেকী পায় এবং যে ভোরে ঘুম থেকে উঠে ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করে সে বাকী অর্ধরাত্রি জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করার নেকী পায় *(মুসলিম হা/৬৫৬)*।

প্রিয় সোনামণি! তোমরা জানো, পৃথিবীর সকল মুমিন-মুসলমানের মনে মক্কার মসজিদুল হারামে হজ্জ ও ওমরাহ করার ইচ্ছা থাকে। কিন্তু কয়জনের ভাগ্যে তা জোটে! অর্থনৈতিক বা বিভিন্ন সমস্যার কারণে সবাই হজ্জ ও ওমরাহ করার সুযোগ পায় না। কিন্তু তুমি কি জান, আমরা যদি ছোট্ট একটি আমল করি, তাহলে পূর্ণ হজ্জ ও ওমরাহ্র ছওয়াব পেয়ে যাব। তাহল ভোরে ঘুম থেকে উঠে ফজরের ছালাত আদায়ের পর দু'রাক'আত ইশরাকের ছালাত আদায় করা। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতে পড়ে, অতঃপর সূর্য ওঠা পর্যন্ত আল্লাহ্র যিকরে বসে থাকে, অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য পূর্ণ একটি হজ্জ ও ওমরাহ্র নেকী হয়' *(তিরমিযী হা/৫৮৬)*।

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠা শুধু আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের দিক দিয়েই নয়, বরং পার্থিব কাজের জন্যও সময়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, উপযুক্ত ও মনোরম। ভোরবেলা বা দিনের শুরুর অংশের কাজে কল্যাণ ও বরকত

সবচেয়ে বেশি থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছা.) ভোরবেলার কাজের জন্য বরকতের দো'আ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আমার উম্মতের জন্য দিনের শুরুর অংশ বরকতময় করুন'। এ হাদীছের বর্ণনাকারী ছাহবী একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তার পণ্যদ্রব্য দিনের প্রথম ভাগে (ভোরে) ব্যবসায়িক কাজে লাগাতেন। ফলে তিনি সম্পদশালী হন এবং এভাবে তিনি প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন' *(আবুদাঊদ হা/২৬০৬)*।

স্নেহের সোনামণি! তুমি কি লক্ষ করে দেখেছ, ভোরে ঘুম থেকে উঠে ফজরের ছালাত আদায়ের পর মানুষের দেহ-মন সতেজ, সবল ও শক্তিশালী থাকে। ফলে কাজের গতি স্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছা.) কোন ক্ষুদ্র বা বিশাল সৈন্যবাহিনীকে কোথাও প্রেরণ করলে দিনের প্রথমভাগেই প্রেরণ করতেন *(আবুদাঊদ হা/২৬০৬)*।

সুস্থতা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক বিশেষ নে'মত। সুস্থ থাকার জন্য ইসলামী শরী'আতের বিধিবিধান পালনের সাথে সাথে আমাদের কিছু দায়িত্ব রয়েছে। সুস্থ থাকতে সকালের মুক্ত বাতাসে একটু হাঁটা, ব্যায়াম করা ও সময় নিয়ে আমিষসমৃদ্ধ নাশতা খাওয়া দরকার; যেটা সম্ভব হয় সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে পারলে। কেননা সকাল বেলার আবহাওয়া পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকে। ফজরের ছালাতের পর একটু হালকা ব্যায়াম ও মুক্ত বাতাসে হাঁটাহাঁটি করলে দেহ-মন সতেজ হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়।

নবুঅত লাভের আগ থেকেই রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর অভ্যাস ছিল ভোরে ঘুম থেকে উঠে মসজিদে যাওয়া। ফলে তাঁর মাধ্যমে জাহেলী যুগে কা'বা ঘরে হাজারে আসওয়াদ স্থাপনের বিবাদ দূরীভূত হয় *(সীরাতুর রাসূল (ছা.), পৃ ৭৯-৮০)*।

অতএব হে সোনামণি! সুস্থ, সুন্দর ও তৃপ্তিপূর্ণ জীবন লাভ করতে তুমি ভোরে ঘুম থেকে উঠতে সচেতন হও। ফেলে দাও তোমার অলসতার লেপ, কম্বল ও চাদর। তোমার সাথীদের এ ব্যাপারে সচেতন করো। তবেই তুমি সুখি মানুষে পরিণত হতে পারবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

ঈমান

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

'হে মুমিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্র উপরে, তাঁর রাসূলের উপরে এবং ঐ কিতাবের উপরে যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রাসূলের উপর এবং ঐ সকল কিতাবের উপরে, যা তিনি নাযিল করেছিলেন ইতিপূর্বে। আর যে কেউ অবিশ্বাস করে আল্লাহ্র উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর ও ক্বিয়ামত দিবসের উপর, সে চূড়ান্ত পথভ্রষ্ট হল *(নিসা ৪/১৩৬)*।

অত্র আয়াতে ঈমানের ছয়টি ভিত্তির প্রথম পাঁচটি বর্ণিত হয়েছে। আর অন্যটি হল তাক্বদীরের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস। যেটি সূরা হজ্জ ৭০ এবং সূরা হাদীদ ২২ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীছে জিব্রীলে ঈমানের ছয়টি ভিত্তি একত্রে বর্ণিত হয়েছে। এগুলোকে ঈমানের রুকন বা ভিত্তি বলা হয়। এক, এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ এক। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রূযীদাতা। কেবল তাঁর জন্যই সকল ইবাদত করতে হবে। দুই, ফেরেশতাগণ নূরের তৈরী আল্লাহ্র বিশেষ সৃষ্টি। তাঁরা আল্লাহ্র সকল আদেশ মান্য করেন। তিন, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পথ দেখানোর জন্য যুগে যুগে আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। তার মধ্যে তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল ও কুরআন মাজীদ অন্যতম। তবে কুরআন নাযিলের পর অন্য কোন কিতাবের বিধান আমলযোগ্য নয়। চার, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে হেদায়াতের জন্য এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা সকলে আমাদের মত মানুষ ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে নবুঅত দিয়ে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। হযরত মুহাম্মাদ (ছা.) ছিলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল। পাঁচ, এই পৃথিবীর সব কিছু ধ্বংস হয়ে একদিন ক্বিয়ামত হবে। সেখানে সকল মানুষের ভালো-মন্দ কর্মের হিসাব হবে এবং ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া হবে। ছয়, মানুষের জীবনে ভালো-মন্দ যা কিছু ঘটে সবই আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন। এটাকে তাক্বদীর বলা হয়।

উক্ত ছয়টি বিষয়ের উপর ঈমান আনা প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরয। যাকে ঈমানে মুফাছ্ছাল বা বিস্তারিত ঈমান বলা হয়।

ঈমান

জাহিদুল ইসলাম
সহ-পরিচালক, সোনামণি, রাজশাহী-সদর।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيْمَانِ

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, 'ঈমানের সত্তর বা ষাটের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোত্তম হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই) বলা এবং সর্বনিম্ন হল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা' *(মুসলিম হা/৩৫)*।

ঈমান কেবল একটি ছোট বাক্য বা নির্দিষ্ট বিশ্বাস নয়। বরং এটি অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম। এর অনেকগুলো শাখা ও স্তর রয়েছে। যা সব ধরনের আমলকে শামিল করে। যেমন আল্লাহ্র একত্ব, তাঁর উপর ভরসা, আল্লাহ্র শাস্তির ভয়, জান্নাত লাভের আশা, নবী-রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস, ক্বিয়ামত দিবসে বিশ্বাস, লজ্জা ইত্যাদি অন্তরের আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আবার কালেমা পাঠ করা, আল্লাহ্র যিকর করা, দো'আ করা, কুরআন তেলাওয়াত করা, সালাম দেওয়া, সত্য কথা বলা, মানুষকে সদুপদেশ দেওয়া ইত্যাদি মুখের আমলসমূহ ঈমানের শাখা। আর ছালাত আদায় করা, ছিয়াম পালন করা, দুর্বলকে সাহায্য করা, যুলুম প্রতিহত করা, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা ইত্যাদি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ দ্বারা বাস্তবায়ন করা কাজও ঈমানের শাখা।

তবে মনে রাখতে হবে, সকল শাখা সমান নয়। যেমন হাদীছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর স্বীকৃতিকে সর্বোচ্চ শাখা বলা হয়েছে। যদি কেউ এটি অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু অপর দু'টি শাখা লজ্জা ও রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা নিম্ন স্তরের শাখা। তাই এদু'টি কারো মধ্যে না থাকলে তাকে কাফের বলা যাবে না। বরং যার মধ্যে এই শাখাসমূহের বাস্তবায়ন বেশি থাকবে সে উঁচু স্তরের ঈমানদার। আর যার মধ্যে এগুলোর কিছু পাওয়া যাবে তার ঈমান ত্রুটিপূর্ণ। আল্লাহ আমাদের ঈমানের সকল শাখা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়ার তাওফীক দান করুন-আমীন!

সন্তান প্রতিপালনে করণীয়

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা, সোনামণি।

(গত সংখ্যার পর)

১২. সন্তানের প্রতি স্নেহশীল হওয়া ও তাকে চুম্বন করা : সন্তানের প্রতি স্নেহশীল হওয়া, তাদের দয়া করা, আদর-যত্ন করা এবং আন্তরিকভাবে তাদের ভালোবাসা পিতা-মাতার কর্তব্য। তাদের আদর, সোহাগ ও স্নেহে সন্তান হবে সবচেয়ে ভদ্র ও আদর্শবান। সন্তানের সামান্য কান্নাকাটি ও জ্বালা-যন্ত্রণায় রাগারাগি ও মারধর করবেন না। কারণ তাদের অসাবধানতা বশত আঘাতে সন্তান চিরতরে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। আমরা স্বচক্ষে দেখেছি, রাজশাহী যেলার বাগমারায় জনৈকা মায়ের অসাবধানতা বশত হাতের আঘাতে এক সোনামণির পিঠ চিরতরে কুঁজো হয়ে গিয়েছে। চিকিৎসা করেও পরবর্তীতে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি। তাই সন্তানের কান্নাকাটিতে পিতা-মাতা তাকে স্নেহভরে বুকে তুলে আদর করে চুম্বন করবেন। তাহলে তারা আল্লাহ্র রহমত প্রাপ্ত হবেন। যদি তারা সন্তানকে স্নেহ-ভালোবাসা ও আদর না করেন তাহলে তারাও আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত হবেন। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) একদা (নিজ নাতি) হাসান ইবনু আলী (রা.)-কে চুম্বন করলেন। তখন তাঁর কাছে আকরা ইবনু হাবিস (রা.) উপস্থিত ছিলেন। আকরা (রা.) বললেন, আমার দশটি সন্তান আছে। আমি তাদের কাউকে চুম্বন করিনা। তখন রাসূল (ছা.) বললেন, مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ 'যে ব্যক্তি দয়া করে না; তাকে দয়া করা হয় না' *(বুখারী হা/৫৯৯৭)*।

জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করেন না' *(বুখারী হা/৭৩৭৬)*।

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা এক বেদুঈন নবী করীম (ছা.)-এর দরবারে উপস্থিত হল (সে দেখল নবী করীম (ছা.) ও ছাহাবীগণ শিশুদের চুমু দিয়ে আদর করছেন)। অতঃপর সে বলল, তোমরা কি শিশুদের চুম্বন করো? আমরা তো শিশুদের চুম্বন করিনা। এটা শুনে নবী

করীম (ছা.) বললেন, 'যদি আল্লাহ তোমার অন্তর থেকে স্নেহ-মমতা বের করে নেন, তবে আমি কি তা পুনঃপ্রবেশ করাতে পারব?' *(বুখারী হা/৫৯৯৮)*।

অন্য হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِيْ الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ 'আল্লাহ তা'আলা দয়ালুদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করেন। তোমরা যমীনবাসীদের উপর দয়া করা, তাহলে আসমানবাসী তোমাদের উপর দয়া করবেন। রেহেম শব্দটি রহমান শব্দ থেকে উদগত। যে ব্যক্তি রেহেমের বন্ধন ঠিক রাখবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবেন। আর যে ব্যক্তি রেহেমের বন্ধন ছিন্ন করবে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন' *(তিরমিযী হা/১৯২৪)*।

পিতা-মাতা এবং দাদা-দাদি হবেন পরিবার ও সন্তানদের জন্য স্নেহ-ভালোবাসা এবং মায়া-মমতার কেন্দ্রস্থল। প্রত্যেক মুমিন নারী-পুরুষের এ উত্তম গুণটি অর্জন করা দরকার। ফলে তার মাধ্যমে পরিবারে কল্যাণের সুবাতাস প্রবাহিত হবে। অন্যথায় সে পরিবারে কল্যাণের আশা করা যায় না। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, اَلْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ 'মুমিন ব্যক্তি আদর-স্নেহ ও ভালোবাসার কেন্দ্রস্থল। তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, যে ব্যক্তি অন্যকে ভালোবাসে না এবং অন্যরাও তাকে ভালোবাসার নযরে দেখে না' *(বায়হাক্বী, শু'আব হা/৮১১৯)*।

যদি অভিভাবকরা সন্তানকে আন্তরিকভাবে ভালবাসেন ও তার প্রতি দয়াশীল হন তাহলে তারাও আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভে সৌভাগ্যবান হবেন। আর যে অভিভাবক তার সন্তানকে আন্তরিকভাবে স্নেহ করে না সে বড়ই দুর্ভাগা ও আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে থাকবে। আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আবুল কাসেম রাসূলুল্লাহ (ছা.), যিনি 'সত্যবাদী সত্যায়িত' তাঁকে বলতে শুনেছি, لاَ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلاَّ مِنْ شَقِيٍّ 'দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো অন্তর হতে দয়া ও অনুগ্রহ বের করে দেওয়া হয় না' *(আহমাদ হা/৮০০১)*।

১৩. সন্তানের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা : শিশুদের মৌলিক চাহিদা ৫টি। যথা-খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা। পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের এ চাহিদাগুলো মেটাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। এটা সকল অভিভাবকের দায়িত্ব। কেউ যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এগুলোর ব্যবস্থা না করেন, তাহলে তার সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ লুকিয়ে নেওয়া যায়। আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, হিন্দা বিনতে উতবা (রা.) একদা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছা.)! আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। সে আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট খরচ দেয় না। তবে আমি তার অজান্তে তার মাল থেকে কিছু নিই। তখন তিনি বললেন, خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ 'তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যতটুকু যথেষ্ট হয় তা তুমি নিতে পার' *(বুখারী হা/২২১১)*। অভিভাবকরা সাধারণত নিজের চাহিদার উপর সর্বদা সন্তানের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এটাই করা উচিত। তাহলে এই সন্তানরা ইহকাল ও পরকালে পিতা-মাতার জন্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে। আয়েশা (রা.) বলেন, একদা জনৈকা মহিলা আমার কাছে এলো। তার সাথে তার দু'কন্যা ছিল। সে আমার কাছে ভিক্ষা চাইল। তখন আমার কাছে একটি মাত্র খেজুর ছাড়া আর কিছু ছিল না। আমি সেটাই তাকে দিলাম। সে খেজুরটি দু'কন্যার মধ্যে ভাগ করে দিল এবং তা থেকে নিজে কিছুই খেল না। অতঃপর সে উঠে চলে গেল। এমন সময় নবী করীম (ছা.) ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি ঘটনাটি তাঁকে বললাম। তখন তিনি বললেন, مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি কন্যাদের ব্যাপারে সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে, এই কন্যাগণ তার জন্য জাহান্নামের আগুনের মাঝে অন্তরায় হবে' *(বুখারী হা/৫৯৯৫)*।

১৪. ছেলে সন্তান ও মেয়ে সন্তানের মধ্যে পার্থক্য না করা : সন্তান আল্লাহ তা'আলার দেওয়া বড় নে'মত। তিনি যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান আবার যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। আল্লাহ বলেন, لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُوْرَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব কেবলমাত্র আল্লাহ্রই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান

দান করেন'। 'অথবা তাদের (কাউকে) পুত্র ও কন্যা উভয় সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান' *(শূরা ৪২/৪৯-৫০)*।

অত্র আয়াতে সন্তানকে আল্লাহ 'দান' বা 'অনুগ্রহ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে কন্যা সন্তানকে প্রথমে এনেছেন তার প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করে। অতএব আল্লাহ প্রেরিত দানকে স্বাগত জানানোই বান্দার প্রধান কর্তব্য। কন্যার প্রতি বিশেষ মর্যাদা একারণে যে, কন্যা সন্তানের মাধ্যমেই মানব বংশ রক্ষা হয়। তাছাড়া সকল নবী-রাসূল ও শ্রেষ্ঠ মানুষ মায়ের গর্ভ থেকেই দুনিয়ায় এসেছেন।

অত্র আয়াতদ্বয়ে চার ধরনের পিতা-মাতার কথা এসেছে এবং নবীদের মধ্যেই আল্লাহ এর উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। ১. যারা কেবল কন্যা সন্তান লাভ করেছেন। যেমন হযরত লূত (আ.)। ২. যারা কেবল পুত্র সন্তান লাভ করেছেন। যেমন ইবরাহীম (আ.)। ৩. যারা পুত্র ও কন্যা উভয় সন্তান লাভ করেছেন। যেমন মুহাম্মাদ (ছা.)। ৪. যারা কোন সন্তান পাননি। যেমন ইয়াহইয়া ও ঈসা (আ.)। সবকিছুই আল্লাহ্র ইচ্ছায় হয়ে থাকে। তিনি সর্বশক্তিমান *(তাফসীরুল কুরআন ৩০ তম পারা, পৃ. ১২৮, সূরা তাকভীর ৮ আয়াতের ব্যাখ্যা)*।

তাই সন্তান ছেলে বা মেয়ে যাই হোক তাকে ভালোভাবে লালনপালন করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। কিন্তু বর্তমান যুগের অনেকেই ছেলে সন্তান হলে খুশি হয় এবং মেয়ে সন্তান হলে দুঃখিত হয়। আবার লালনপালনে ছেলে মেয়ে সন্তানের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য করে। ছেলেদের ভালো খাবার ও পোশাক দেয়। কিন্তু মেয়েদের তুলনামূলক ভালো খাবার ও পোশাক দেয় না। এটি অবশ্যই জাহেলী যুগের রীতি যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। জাহেলী যুগের রীতি বর্ণনায় আল্লাহ বলেন, 'তারা আল্লাহ্র জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করত। অথচ তিনি (এসব থেকে) পবিত্র। আর তাদের জন্য ওটাই (অর্থাৎ পুত্র সন্তান) যা তারা কামনা করত'। 'যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হত, তখন তাদের চেহারা মলিন হয়ে যেত। আর সে ক্রোধে ক্লিষ্ট হত'। 'তাকে শুনানো সুসংবাদের গ্লানিতে সে সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে মুখ লুকিয়ে রাখত। সে ভাবত যে, গ্লানি সহ্য করে মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রাখবে নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! এর মাধ্যমে তারা কতই না নিকৃষ্ট

সিদ্ধান্ত নিত' *(নাহল ১৬/৫৭-৫৯)*। আল্লাহ আরও বলেন, قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ 'নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা বোকামি ও অজ্ঞতা বশে নিজ সন্তানদের হত্যা করেছে' *(আন'আম ৬/১৪০)*।

বরং কন্যা সন্তান পালন ছওয়াবের মাধ্যম। আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ هَكَذَا وَضَمَّ أَصَابِعَهُ 'যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তানকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, সে ব্যক্তি ও আমি ক্বিয়ামতের দিন এভাবে একত্রিত হব, যেমন এ দু'টি আঙ্গুল। এ বলে তিনি নিজের দু'টি আঙ্গুল একত্রে মিলালেন' *(মুসলিম হা/১৪৯)*।

১৫. সন্তানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা : সন্তান আল্লাহ প্রদত্ত এক পবিত্র আমানত। তাকে ইসলামী কায়দায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলে সে অনেক রোগ-বালাই থেকে মুক্ত থাকবে। তার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটবে। তার পেশাব-পায়খানা যথা সময়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। হাতের নখ সপ্তাহে একদিন কেটে দিতে হবে। মুখ-দাঁত পরিষ্কার রাখতে হবে। হাতে খাবার তুলে খেতে শিখলে সে খাবার খাওয়ার শুরুতেই অভিভাক বিশেষ করে মা তার হাত ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিবেন। অন্যথায় হাতে ময়লা থাকলে হাতের ময়লা পেটে গিয়ে সন্তান অসুস্থ হবে। চোখ খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তার ভালোভাবে যত্ন নিতে হবে। চুল কেটে চুল পরিপাটি করে রাখতে হবে। ছেলেদের চুল সামনে ও পিছনে সমান করে কেটে ছোট করবে। আধুনিকতার নামে কোন নায়ক, গায়ক বা খেলোয়াড়ের অনুসরণ করবে না। মেয়েদের চুল লম্বা পরিপাটি করে রাখবে। ছেলে-মেয়ে সকলের মাথায় সোজাভাবে সিঁথি কাটতে হবে। এতে সন্তান শিশুকাল থেকেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি আকৃষ্ট হবে। তার পোশাক হবে উজ্জ্বল ও ঝলমলে। এতে বাহ্যিক পবিত্রতায় তার মনও হবে সুন্দর ও পবিত্র এবং আল্লাহ্র ভালোবাসা লাভে সে ধন্য হবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ 'নিশ্চয় আল্লাহ (অন্তর থেকে তওবাকারী ও (দৈহিকভাবে) পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*।

[চলবে]

বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

জীবন আল্লাহ তা'আলার দেয়া বড় নে'মত। এ নে'মতের স্বাদ মানুষ ধাপে ধাপে ভোগ করে থাকে। শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের বিভিন্ন স্তর পাড়ি দিতে হয়। অতঃপর চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে ধাবিত হয়। আল্লাহ্র দেয়া স্বল্প আয়ুর স্বাদ ভুলে যাওয়ার নয়। আজ যারা শিশু কাল তারা যুবক, একটু পরেই বার্ধক্যের অসহায়ত্ব। সুতরাং এ সবকিছু স্মরণে রেখেই বড়রা ছোটদের প্রতি স্নেহ, ভালবাসা, মায়া, মমতার চাদর বিছিয়ে দিবে। ঠিক তেমনি ছোটরাও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও আনুগত্যে হাত প্রসারিত করবে। যা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছা.)-এর কড়া নির্দেশ। আর এ আদেশ পালনেই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে নেমে আসবে অনাবিল শান্তি ও শৃঙ্খলা। আলোচ্য নিবন্ধে সে বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

বড়দের প্রতি সম্মান

বড় মানেই তিনি হতে পারেন পিতা-মাতা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, চাচা-চাচি, খালা-ফুফু, ভাই-বোন, শিক্ষক কিংবা পরিবার ও সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। তারা আমাদের নিকট সম্মান ও শ্রদ্ধা পাওয়া হকদার। এই সম্মান দু'ভাবে হয়ে থাকে। ১. বয়সের ভিত্তিতে। ২. শিক্ষা বা পদমর্যাদার ভিত্তিতে।

বয়সে বড় হলেই যেমন সম্মান, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রয়োজন। তেমনি বয়সে ছোট হলেও শিক্ষা বা পদমর্যাদার জন্যও সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ প্রয়োজন। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ ধারা অব্যহত রাখলেই প্রবীণদের মাধ্যমে নবীনদের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হবে। নিম্নে সেগুলোর কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

১. প্রবীণদের সম্মানে বরকত লাভ : প্রবীণ ব্যক্তিদের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে ইসলাম। তাদের সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বরকত লাভের কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, اَلْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ 'বয়স্কদের সাথেই তোমাদের কল্যাণ ও বরকত রয়েছে' *(ইবনে হিব্বান হা/৫৫৯)*।

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ 'নিশ্চয় শুভ্র চুলবিশিষ্ট মুসলিমকে সম্মান করা মহান আল্লাহ্র প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত' *(আবূদাঊদ হা/৪৮৪৩)*।

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা দুর্বল লোকদের খোঁজ করে আমার কাছে নিয়ে এসো। কেননা তোমরা তোমাদের মধ্যকার দুর্বল লোকদের অসীলায় রিযিক ও সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাকো' *(আবূদাঊদ হা/২৫৯৪)*। তিনি আরো বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে তাদের দুর্বল লোকদের দো'আ, ছালাত ও ইখলাছের মাধ্যমে সাহায্য করে থাকেন' *(নাসাঈ হা/৩১৭৮)*।

২. প্রথমে সালাম প্রদান করা : ইসলামের শিক্ষা হল, ছোটরা বড়দের প্রথমে সালাম প্রদান করবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ 'ছোটরা বড়দেরকে সালাম প্রদান করেব' *(বুখারী হা/৬২৩১)*।

৩. সম্বোধনে সম্মানসূচক শব্দ প্রয়োগ : প্রয়োজনে ছোটরা বড়দের সম্বোধন করবে। এতে অবশ্যই সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশক শব্দ ব্যবহার করবে। কোনক্রমেই নাম ধরে ডাকা বা অসম্মানজনক শব্দ ব্যবহার করবে না। এক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল বদর যুদ্ধের দিন দুই যুবক ইসলামের চির শত্রু আবু জাহলকে হত্যা করার জন্য আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রা.)-কে সম্বধন করে বলেছিলেন, يَا عَمِّ 'হে চাচা'। আপনি কি আবু জাহলকে চিনেন? *(বুখারী হা/৩১৪১)*।

৪. অসুস্থতার সময় সেবাযত্ন করা : মানুষ বৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে তার রোগব্যাধিও বাড়তে থাকে। এ সময় প্রত্যেকেই কামনা করে, আমার পাশে কেউ থাকুক। আমার সেবা করুক। তাই ইসলাম বয়স্ক ব্যক্তিদের সেবাযত্নের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহলে তাদের প্রতি উহ

শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার ডানা নত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবে দয়াপরবশে লালন-পালন করেছিলেন *(বনু ইস্রাঈল ১৭/২৩-২৫)*।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তার ইবাদতের পর দ্বিতীয় নম্বরে মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের প্রতি আদব ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষ করে বৃদ্ধ হলে তাদের উহ শব্দটিও বলতে এবং তাদের ধমক দিতে নিষেধ করেছেন। কেননা, বার্ধক্যে তারা দুর্বল ও অসহায় হয়ে যান। তাই আল্লাহ্র কাছে প্রিয় সে-ই হবে, যে তাদের শ্রদ্ধার দাবি পূরণ করবে। প্রাপ্য অধিকার আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান হবে।

৫. ইমামতির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার : ইমামতির ক্ষেত্রে বড়দের অগ্রাধিকার দিয়েছে ইসলাম। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, 'জাতির ইমামতি এমন ব্যক্তি করবেন, যিনি আল্লাহ্র কিতাব সবচেয়ে শুদ্ধভাবে পড়তে পারেন। উপস্থিতদের মাঝে যদি সকলেই উত্তম ক্বারী হন তাহলে ইমামতি করবেন ঐ ব্যক্তি যিনি সুন্নাতের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন। যদি সুন্নাতের ব্যাপারে সকলে সমপর্যায়ের জ্ঞানী হন তবে যে সবার আগে হিজরত করেছেন, তিনি ইমামতি করবেন। হিজরত করতেও যদি সবাই এক সমান হন। তাহলে ইমামতি করবেন যিনি বয়সে সকলের চেয়ে বড়। আর কোন লোক অন্য লোকের ক্ষমতাসীন এলাকায় গিয়ে ইমামতি করবে না এবং কেউ কোন বাড়ি গিয়ে যেন অনুমতি ছাড়া বাড়িওয়ালার আসনে না বসে' *(আবূদাঊদ, হা/৬৭৩)*। এ থেকে বোঝা যায়, সম্ভবপর সব ধরনের উত্তম কাজে বড়দের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

৬. ছালাতের ক্বির'আত সংক্ষেপ করা : বয়স্ক-মুরব্বীদের প্রতি খেয়াল রেখে ইমাম ছাহেব ছালাতের ক্বিরআত সংক্ষেপ করবেন। কারণ লম্বা ক্বিরআত পড়লে বয়স্ক ব্যক্তিরা কষ্ট পাবেন। জনৈক ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর নিকট এসে মু'আয (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এতে রাসূলুল্লাহ (ছা.) বললেন, হে মুআয! তুমি কি লোকদের ফিতনায় ফেলতে চাও? বা তিনি বলেছিলেন, তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? তিনি একথা তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا এবং وَاللَّيْلِ

إِذَا يَغْشَى (সূরা) দ্বারা ছালাত আদায় করলে না কেন? কারণ, তোমার পিছনে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজতওয়ালা লোক ছালাত আদায় করে থাকে *(বুখারী হা/৭০৫)*। এই হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট যে, যদি ছালাতে দুর্বল ও বয়স্ক ব্যক্তিরা দাঁড়ান, তাদের প্রতি খেয়াল করে ইমাম ছাহেব ক্বিরআত সংক্ষিপ্ত করবেন।

৭. প্রবীণদের অসম্মানে কঠোর হুঁশিয়ারি : প্রবীণ ও মুরব্বীদেরকে সম্মান প্রদর্শন না করলে রাসূল (ছা.) কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন। যারবী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস বিন মালিক (রা.)-কে আমি বলতে শুনেছি, 'একজন বয়স্ক লোক রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে দেখা করতে আসল। লোকেরা তার জন্য পথ ছাড়তে বিলম্ব করল। তা দেখে রাসূল (ছা.) বললেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের প্রতি সম্মান করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(তিরমিযী হা/১৯১৯)*।

কোন একদিন আব্দুর রহমান ইবনু সাহল ও মাসঊদের দুই পুত্র নবী (ছা.)-এর নিকট আসলেন। অতঃপর আব্দুর রহমান (রা.) কথা বলার জন্য এগিয়ে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছা.) বললেন, كَبِّرْ كَبِّرْ 'বড়কে আগে বলতে দাও, বড়কে আগে বলতে দাও'। আব্দুর রহমান ইবনু সাহল (রাঃ) ছিলেন বয়সে সবচেয়ে ছোট। এতে তিনি চুপ থাকলেন এবং মাসঊদের দুই পুত্র কথা বললেন *(বুখারী হা/৩১৭৩)*।

৮. বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের ব্যাপারে ছাহাবীর দৃষ্টান্ত : আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ছা.) বলেন, গাছপালার মধ্যে এমন একটি গাছ আছে, যার পাতা ঝরে পড়ে না এবং তা হল মুমিনের দৃষ্টান্ত। তোমরা আমাকে বলতে পার, সেটা কোন গাছ? অতঃপর লোকজনের খেয়াল জঙ্গলের গাছ পালার প্রতি গেল। আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমার মনে হতে লাগল যে, তা হল খেজুর গাছ। কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করলাম। ছাহাবায়ে কেরাম (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছা.)! আপনিই আমাদের তা বলে দিন। রাসুলুল্লাহ (ছা.) বললেন, তা হল খেজুর গাছ। আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, তারপর আমি আমার পিতাকে আমার মনে যা এসেছিল তা বললাম। তিনি বললেন, তুমি যদি তখন তা বলে দিতে যে, উহা হল খেজুর গাছ, তবে অমুক অমুক জিনিস লাভ করার চাইতেও আমার কাছে অধিক প্রিয় হত *(মুসলিম হা/৬৮৩৮)*।

[চলবে]

ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি

আব্দুল হাসীব, কুল্লিয়া ৩য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

রাসূলুল্লাহ (ছা.) সৃষ্টির সর্বোত্তম ব্যক্তি। আর তার উম্মতের মাঝে আবু বকর, ওমর, ওছমান, আলী (রা.) সহ অন্যান্য ছাহাবীগণ ছিলেন সবচেয়ে তাক্বওয়াশীল ও ঈমানদার। যারা সর্বাবস্থায় রাসূল (ছা.)-এর প্রতিটি কথাকে জীবনের অধিক মূল্যায়ন করতেন। তারা জীবনে প্রতিটা মুহূর্ত আল্লাহ্র স্মরণে অতিবাহিত করার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। কিন্তু দুনিয়াবী জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে সামান্য পরিমাণ কমতি মনে হলেই তাঁরা চিন্তিত হয়ে পড়তেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর কাছে ছুটে যেতেন।

রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর একজন লেখক আবু রিবঈ হানযালা ইবনু রবী আল-উসায়দী (রা.) বলেন, 'একদা আবু বকর (রা.) আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, হে হানযালা! কেমন আছো? আমি বললাম, হানাযালা মুনাফিক হয়ে গেছে! তিনি (আশ্চর্য হয়ে) বললেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি এসব কী বলছ? আমি বললাম, 'আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর নিকটে থাকি, তিনি আমাদের সামনে জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করেন, তখন মনে হয় যেন আমরা তা স্বচক্ষে দেখছি। অতঃপর যখন আমরা রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর নিকট থেকে বের হয়ে আসি এবং স্ত্রী, সন্তান ও অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে যাই, তখন অনেক কিছু ভুলে যাই। আবু বকর (রা.) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমাদেরও এই অবস্থা হয়। সুতরাং আমি ও আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর নিকটে গেলাম।

রাসূল (ছা.)-এর নিকট প্রবেশ করে আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছা.)! হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বললেন, 'সে কী কথা?' আমি বললাম, আল্লাহ্র রাসূল! আমরা যখন আপনার নিকটে থাকি, আপনি আমাদের নিকট জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করেন, তখন মনে হয় যেন আমরা তা স্বচক্ষে দেখছি। অতঃপর আমরা যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে স্ত্রী ও সন্তান কাছে যাই এবং অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন অনেক কথা ভুলে যাই। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ (ছা.) বললেন,

'সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! যদি তোমরা সর্বদা এই অবস্থায় থাকতে, যে অবস্থাতে তোমরা আমার নিকটে থাক এবং সর্বদা আল্লাহ্র যিকির করতে, তাহলে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের পথে তোমাদের সাথে মুছাফাহা করতেন। কিন্তু ওহে হানযালা! (সর্বদা মানুষের এক অবস্থা থাকে না।) কিছু সময় (ইবাদতের জন্য) ও কিছু সময় (সাংসারিক কাজের জন্য)'। তিনি এ কথা তিনবার বললেন *(মুসলিম হা/২৭৫০)*।

শিক্ষা :

১. *ঈমান সর্বাবস্থায় এক রকম থাকে না। বরং ভালো কাজে বাড়ে ও খারাপ কাজে কমে যায়।*
২. *একাধারে কেবল দুনিয়াবী বা আখেরাতের কাজ করা ঠিক নয়। বরং আল্লাহ্র ইবাদতের পাশাপাশি দুনিয়াবী প্রয়োজনীয় কাজ করতে হবে।*
৩. *ছাহাবীগণ উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের ব্যাপারে কোন খারাপ ধারণা করা উচিত নয়।*
৪. *সর্বদা ঈমান নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। কোন পাপ কাজ হয়ে গেলে দ্রুত তওবা করতে হবে।*

দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা সোনামণিরা!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর '১২ হতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে 'সোনামণি প্রতিভা'। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমরা পাঠকদের সামর্থ্যের বিষয়টি মাথায় রেখেই পত্রিকার মূল্য নির্ধারণ করেছি। কিন্তু বিগত বছরে কাগজের মূল্য, ডাক খরচ ও আনুসঙ্গিক খরচ বেড়েছে কয়েকগুণ। সেকারণ পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে পত্রিকা সরবরাহ করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। তাই বর্তমান ৬৩তম সংখ্যা জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২৪ থেকে 'সোনামণি প্রতিভা'র মূল্য ১৫/- টাকার পরিবর্তে ২০/- টাকা নির্ধারণ করা হল। পাঠক, গ্রাহক ও এজেন্টদের সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি।

-সম্পাদক।

এসো দো'আ শিখি

৪৭. নতুন চাঁদ দেখার দো'আ :

اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسْلاَمِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ-

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপরে চাঁদকে উদিত করুন শান্তি ও ঈমানের সাথে, নিরাপত্তা ও ইসলামের সাথে এবং আমাদেরকে ঐ সকল কাজের ক্ষমতা দানের সাথে, যা আপনি ভালবাসেন ও যাতে আপনি খুশী হন। (হে চন্দ্র!) আমার ও তোমার প্রভু আল্লাহ' *(তিরমিযী হা/৩৪৫১)*।

৪৮. নবজাত শিশুর তাহনীক ও দো'আ করা :

'তাহনীক' শব্দের অর্থ অভিজ্ঞ করা, সুদক্ষ করা। কোন তাক্বওয়াশীল ব্যক্তি খেজুর চিবিয়ে কিংবা মধু বা মিষ্টি জাতীয় কোন বস্তুতে স্বীয় লালা মিশ্রিত করে নবজাত শিশুর মুখে দেওয়াকে 'তাহনীক' বলে।

'তাহনীক' করার পর শিশুর কল্যাণের জন্য দো'আ করা যায়, بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ *(বা-রাকাল্ল-হু 'আলাইকা)* 'আল্লাহ তোমার উপরে অনুগ্রহ বর্ষণ করুন' *(মিরক্বাত (দিল্লী ছাপা : তারিখ বিহীন) ৮/১৫৫ পৃ.)*।

৪৯. হাঁচি দিয়ে ও শুনে যে দো'আ পড়তে হয় :

হাঁচি দিয়ে বলতে হয়, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *(আল-হামদু লিল্লা-হ)* **অর্থ :** 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র'। যে 'আল-হামদু লিল্লা-হ' শুনবে সে বলবে, يَرْحَمُكَ اللهُ *(ইয়ারহামুকাল্ল-হু)* **অর্থ :** 'আল্লাহ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুক'।

হাঁচি দাতা পুনরায় বলবে, يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ *(ইয়াহদীকুমুল্ল-হু ওয়া ইউছ্লিহু বা-লাকুম)* **অর্থ :** 'আল্লাহ তোমাকে (বা তোমাদেরকে) হেদায়াত করুন এবং তোমাকে (বা তোমাদেরকে) সংশোধন করুন' *(বুখারী হা/৬২২৪)*। অমুসলিমদের হাঁচির জবাবেও يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ পড়বে *(আবুদাঊদ হা/৫০৩৮; মিশকাত হা/৪৭৪০)*।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ্ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা : ৮৯-৯০)

জীবনের গল্প

মূল : মুহসিন জব্বার
অনুবাদ : **নাজমুন নাঈম**
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

মু'জিযার মূল্য

ছয় বছর বয়সী একটি শিশু তার বেডরুমে প্রবেশ করল। খুব সাবধানে সে তার খেলনার বাক্সে লুকিয়ে রাখা মাটির ব্যাংকটি বের করল। অতঃপর সে ব্যাংকের সব টাকা বের করে ঘরের মেঝেতে রাখল। এই টাকাগুলো সে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে জমা করেছে। খুব মনোযোগ সহকারে সে টাকাগুলো গুনতে শুরু করল। পর পর তিনবার সে টাকাগুলো গণনা করল। যখন সে টাকার পরিমাণ নিশ্চিত হল, তখন মনে মনে ভাবল, এটা যথেষ্ট হবে। নিশ্চয়ই এটা যথেষ্ট হবে। তারপর সে টাকাগুলো আবার ব্যাংকে ঢুকিয়ে রাখল।

তারপরে সে জামা-কাপড় পরে ব্যাংকটি নিয়ে বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে লুকিয়ে বের হল। সে তার বাড়ির কাছে একটি ওষুধের দোকানে গেল। দোকানদার তখন একজনের সাথে কথা বলছিলেন। তাই ছেলেটি ধৈর্যের সাথে তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। কিছুক্ষণ পর সে বুঝতে পারল যে, দোকানদার তার দিকে খেয়াল করছেন না। তাই সে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। কিন্তু দোকানদার একটি ছোট শিশুর কথায় সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলেন না। যখন ডাকাডাকি করে কোন লাভ হল না, তখন শিশুটি তার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য একটি চমৎকার বুদ্ধি বের করল। সে তার ব্যাংক থেকে একটি কয়েন বের করে সজোরে ফার্মেসীর টেবিলের কাঁচের উপর ফেলে দিল। কাঁচের উপর কয়েনের ঝনঝন শব্দে দোকানদারের **হুঁশ** ফিরল।

অতঃপর তিনি পেছন ফিরে একটি ছোট বাচ্চা দেখে বিরক্ত গলায় বললেন, এই ছেলে তুমি কী চাও? আমি আমার ভাইয়ের সাথে কথা বলছি। উনি শিকাগোতে থাকেন। অনেক দিন পরে আমি তাকে দেখছি। ছেলেটি বলল, আমার ছোট ভাই খুব অসুস্থ। তার জন্য মু'জিযা নামক একটি ওষুধ লাগবে।

আমি তার জন্য এই ওষুধটি কিনতে এসেছি। দোকানদার কিছুটা হতবাক হয়ে বললেন, বুঝিনি; আবার বল। ছেলেটি গম্ভীরভাবে বলল, আমার ছোট ভাই খুব অসুস্থ। বাবা বলেছেন, তার মাথায় একটি টিউমার হয়েছে। মু'জিযা ছাড়া তাকে বাঁচানো সম্ভব নয়। আপনি কি এখন আমার কথা বুঝতে পারছেন? এখন আমাকে বলেন মু'জিযার দাম কত? দোকানদার তখন নরম স্বরে বললেন, দুঃখিত! আমি মু'জিযা বিক্রি করি না। ছেলেটি ভাবল, সে ছোট হওয়ার কারণে দোকানদার তার কথার গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাই সে আবার বলল, মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনুন। আমাকে সাহায্য করুন। আমার কাছে ওষুধ কেনার জন্য যথেষ্ট টাকা আছে। শুধু বলুন, ওষুধটার দাম কত?

দোকানদারের ভাই এতক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কথোপকথন শুনছিলেন। তিনি ছেলেটির কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ভাইয়ের কী হয়েছে? কী ধরনের মু'জিযা প্রয়োজন? ছেলেটি মায়া ভরা চোখে তাকে উত্তর দিল, আমি জানি না। আমি শুধু এতটুকুই জানি, আমার ভাই সত্যিই খুব অসুস্থ। আমার মা বলেছেন, তার অস্ত্রোপচার করা দরকার। কিন্তু বাবা বলেছেন, এই অপারেশনটি করার জন্য তার কাছে যথেষ্ট টাকা নেই। এখন মু'জিযা ছাড়া তাকে বাঁচানোর কোন পথ নেই। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমার টাকা ব্যবহার করব।

দোকানদারের ভাই আগ্রহ দেখিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সোনামণি, তোমার কাছে কত টাকা আছে? সে গর্বিতভাবে উত্তর দিল, একশ বাইশ টাকা। প্রয়োজন হলে আমি আরো সংগ্রহ করতে পারব। তিনি মুচকি হেসে বললেন, আর প্রয়োজন নেই। তোমার ভাইয়ের জন্য মু'জিযা কিনতে একশ বাইশ টাকাই যথেষ্ট। তারপর তিনি এক হাতে ব্যাংক ও অন্য হাতে

ছেলেটির কচি হাত ধরলেন। তারপর তার পিতা-মাতার সাথে দেখা করার জন্য তার বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন, আমি তোমার ভাইয়ের সাথে দেখা করতে চাই। আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে চল।

মূলত দোকানদারের ভাই ছিলেন একজন সার্জারী বিশেষজ্ঞ বিখ্যাত ডাক্তার। তিনি তার ছোট ভাইয়ের চিকিৎসা করলেন এবং মূল্য হিসাবে কেবল তার ঐ একশ বাইশ টাকা রাখলেন। একটি সফল অপারেশনের পরে কিছুদিনের মধ্যে তার ভাই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। কয়েক দিন পর তার বাবা-মা ডাক্তারের সাথে ছেলেটির পরিচয় থেকে অপারেশন পর্যন্ত ঘটনা নিয়ে কথা বলছিলেন। অপারেশন এবং তার ভাইয়ের সুস্থ্য হয়ে উঠায় বিস্মিত হয়ে তার মা বললেন, এটা সত্যিই একটি মু'জিযা। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই অপারেশনের খরচ কত? ছোট্ট ছেলেটি তখন মুচকি মুচকি হাসছিল। কারণ সে আর ডাক্তারই কেবল জানত এই মু'জিযার দাম মাত্র একশ বাইশ টাকা। যখন অন্যের প্রতি ভালবাসা আন্তরিক এবং হৃদয় থেকে আসে, তখন এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটে। এর জন্য খুব বেশি খরচ করতে হয় না।

[উল্লেখ্য যে, মু'জিযা একটি আরবী শব্দ। যার অর্থ অপারগ করা, অক্ষম করা। অর্থাৎ মানুষের কাছে সাধারণভাবে যেসব কাজ অসম্ভব মনে হয় তেমন কিছু বাস্তবে ঘটা। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর একরাতে মক্কা থেকে জেরুযালেম হয়ে সাত আসমানে আরোহণ করে আবার মক্কায় ফিরে আসা। অথবা মূসা (আ.)-এর লাঠি সাপে পরিণত হওয়া, ইব্রাহীম (আ.)-কে আগুনে নিক্ষেপ করলে পুড়ে না যাওয়া ইত্যাদি মু'জিযা ছিল। সহজ ভাষায় একে অলৌকিক ঘটনা বলা যেতে পারে।-*অনুবাদক*]

শিক্ষা :

১. *আল্লাহ আমাদের বিপদাপদ, রোগ-বালাই দেন। আবার তিনিই আমাদের তা থেকে উদ্ধার করেন।*
২. *আল্লাহ কখন কার মাধ্যমে আমাদের কল্যাণ দান করবেন করবেন তা আমরা জানি না। তাই কাউকে ছোট মনে করা উচিত নয়।*
৩. *এক ভাইয়ের প্রতি অপর ভাইয়ের ভালোবাসা, মমতা ও সহানুভূতি থাকা উচিত।*

কবিতা গুচ্ছ

আমরাই সোনামণি

আব্দুল হাসীব
সহ-পরিচালক, সোনামণি
রাজশাহী-সদর।

আমরা সোনা, আমরা মণি
আমরা সবার সেরা,
আমাদের চেয়ে মূল্যবান নয়তো
পৃথিবীর কোন হীরা।

আমরা সুশীল, আমরা শালীন
আমরা সুরভিত ঘ্রাণ,
আমরাই তো আগামী দিনের
আদর্শ জাতির প্রাণ।

আমরা এক, নই তো ভিন
থাকব দলবদ্ধ,
আমাদের দ্বারা বাতিলেরা সব
হবেই খুব জব্দ।

আমরা গোলাপ, আমরা বকুল
আমরা ফুলের কলি,
রাসূলের দেখানো পথে আমরা
সকলে একসাথে চলি।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ বলেন, 'হৃদয়ের জন্য আল্লাহ্র স্মরণ, মাছের জন্য পানির ন্যায়। মাছের অবস্থা কেমন হবে যদি সে পানি থেকে আলাদা থাকে' *(আল-ওয়াবিলুছ ছাইয়িব ৪২ পৃ.)*।

সোনামণির আলাপন

মাহফূয আলী
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

আস-সালামু আলাইকুম বলে
দরজায় দিল টোকা,
কণ্ঠস্বরে বুঝতে পারলাম
এতো পাশের বাড়ির খোকা।

ওয়া আলাইকুমুস-সালাম বলে
দরজা দিলাম খুলে,
ভেতরে সে করলো প্রবেশ
কোলে নিলাম তুলে।

বললাম তাকে, আব্দুল্লাহ তুমি
কেমন আছো বলো?
সে মুচকি হেসে উত্তর দিল
আলহামদুলিল্লাহ ভালো।

বললাম তাকে, থাকতে আমি
আজকে সারা বেলা,
মৃদুস্বরে সে বলল এবার
জী ইনশাআল্লাহ।

এমন ভাবে চলতে থাকলো
মোদের আলাপন,
জানতে চাইলাম, এসব কিছু
শিখলে তুমি কখন?

শিখেছি আমি সোনামণি বৈঠকে
বসেছিলাম যখন,
সোনামণি একটি আদর্শ জাতীয়
শিশু-কিশোর সংগঠন।

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

● **আল-কুরআন** (সূরা আছর)

১. 'যদি মানুষ গবেষণা করত, তাহলে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট হত' সূরা আছর সম্পর্কে একথা কে বলেছেন?
উত্তর : ইমাম শাফেঈ।

২. সূরা আছরে বর্ণিত দু'টি সমাজগত গুণের প্রথমটি কী?
উত্তর : পরস্পরকে হক-এর উপদেশ দেওয়া।

৩. 'যদি তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে একজন লোককেও আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেন, তবে তোমার জন্য কী প্রতিদান আছে?
উত্তর : 'সেটা তোমার জন্য সর্বোত্তম লাল উট কুরবানীর চাইতে উত্তম হবে' *(বুখারী হা/৩০০৯)*।

৪. পৃথিবীতে মানুষে মানুষে পার্থক্যের মানদণ্ড কী?
উত্তর : ঈমান।

৫. যে ব্যক্তি কাউকে হেদায়াতের পথে ডাকে, তার জন্য কী পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে?
উত্তর : সেই পরিমাণ যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে *(মুসলিম হা/২৬৭৪)*।

৬. ঈমানের ব্যাপারে মানুষ কয়ভাগে বিভক্ত?
উত্তর : তিনভাগে বিভক্ত। ১. খালেছ বিশ্বাসী মুমিন ২. অবিশ্বাসী কাফের ও ৩. দোদুল্যমান কপট বিশ্বাসী (মুনাফিক)।

৭. আল্লাহ্র নিকটে পৃথিবীর সকল মানুষের চাইতে কার গুরুত্ব বেশি?
উত্তর : একজন তাওহীদবাদী প্রকৃত মুমিনের *(হাকেম, আহমাদ হা/১৩৮৬০)*।

৮. জান্নাত কাদের বাসস্থান হবে?
উত্তর : যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে (*বাইয়েনাহ ৯৮/৭*)।

৯. ইবাদত কবুলের মৌলিক শর্ত কয়টি ও কী কী?
উত্তর : তিনটি। ১. আক্বীদা বা বিশ্বাস সঠিক হওয়া ২. সঠিক পদ্ধতিতে ইবাদত করা এবং ৩. ইখলাছপূর্ণ হওয়া অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করা।

কৃত্রিম সূর্য

আজমাঈন আদীব
পরিচালক, সোনামণি
নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী

প্রিয় সোনামণিরা! তোমরা নিশ্চয়ই আয়নার মাধ্যমে আলো প্রতিফলিত হতে দেখেছো। তোমরা জানো, প্রতিফলন হচ্ছে আলো এক উৎস থেকে এসে কোন কিছুতে বাধা পেয়ে অন্যদিকে ফিরে যাওয়া। সূর্যের আলোতে আয়না বা কাঁচ ধরে তোমরা এটা পরীক্ষা করতে পার। দেখবে, আয়নার উপর সূর্যের আলো পড়ে সেটা লাইটের মত অন্য স্থানে চলে যায়।

আচ্ছা ভেবে দেখো তো, এভাবে যদি সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করার মাধ্যমে একটি পুরো গ্রাম আলোকিত করা হয়, তাহলে বিষয়টা কেমন হয়? ভাবতেই অবাক লাগছে তাই না? কিন্তু পৃথিবীতে এমন একটি গ্রাম রয়েছে যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না। তাই সেখানকার বাসিন্দারা এমনই এক পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। গ্রামটির নাম ভিগানেলা।

ভিগানেলা, ইতালির মধ্যে অবিস্থত ছোট্ট একটি গ্রাম। যা মিলানের (ইতালির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর) প্রায় ১৩০ কিলোমিটার উত্তরে একটি গভীর উপত্যকায় অবস্থিত। প্রায় আটশো বছর আগে মানুষ এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। বর্তমানে গ্রামটিতে দুই শতাধিক মানুষ বসবাস করে। কিন্তু এই গ্রামের পাশে ১৬০০ মিটার উঁচু পাহাড় থাকার কারণে বছরে চার থেকে ছয় মাস সূর্যের আলো সেখানে পৌঁছায় না। বছরের ১১ই নভেম্বর থেকে ২রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সূর্যের আলো ঐ গ্রামটিতে পৌঁছাতে সম্পূর্ণভাবে বাধাপ্রপ্ত হয়। ফলে এই সময়ে গ্রামটি অনেকটা সাইবেরিয়ার (রাশিয়ার একটি শীতলতম স্থান) মত হয়ে যায়। গ্রামের লোকেরা এই সমস্যার কারণে কয়েক শতাব্দী ধরে খুব কষ্টে জীবন যাপন করছিলেন। দীর্ঘদিন সূর্যের আলো না থাকায় তারা জমিতে কোন চাষাবাদ করতে পারত না। এতে তাদের খাদ্যেরও সঙ্কট সৃষ্টি হয়।

অন্ধকার ঐ মাসগুলোকে আলোকিত করার জন্য এক স্থানীয় প্রকৌশলী এক চমৎকার ধারণা নিয়ে আসেন। তা হল আয়নার মাধ্যমে সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে গ্রামে পৌঁছানো। এজন্য তিনটি বড় আয়না স্থাপন করা হয়, যা পুরো গ্রামটিকে সূর্যের আলো দিয়ে আলোকিত করতে পারে। বিশ্বাস হচ্ছে না তো! তখনও অনেকে পরিকল্পনাটি বিশ্বাস করেনি।

পরবর্তীতে ভিগানেলার গ্রামবাসী নিজেদের অন্ধকার মুক্ত করার জন্য ২০০৬ সালে তাদের বিশাল কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত আয়নাটি তৈরির কাজ সম্পন্ন করেছিল। যার প্রতিফলিত আলো অবশ্যই সরাসরি সূর্যের আলোর মতো শক্তিশালী নয়, তবে এটি গ্রামের মূল চত্বরটিকে উষ্ণ করার জন্য এবং শহরের বাড়িগুলোকে কিছুটা প্রাকৃতিক সূর্যের আলো দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। আয়নাটি শুধুমাত্র শীতকালে ব্যবহার করা হয় এবং বছরের বাকী সময় ঢেকে রাখা হয়।

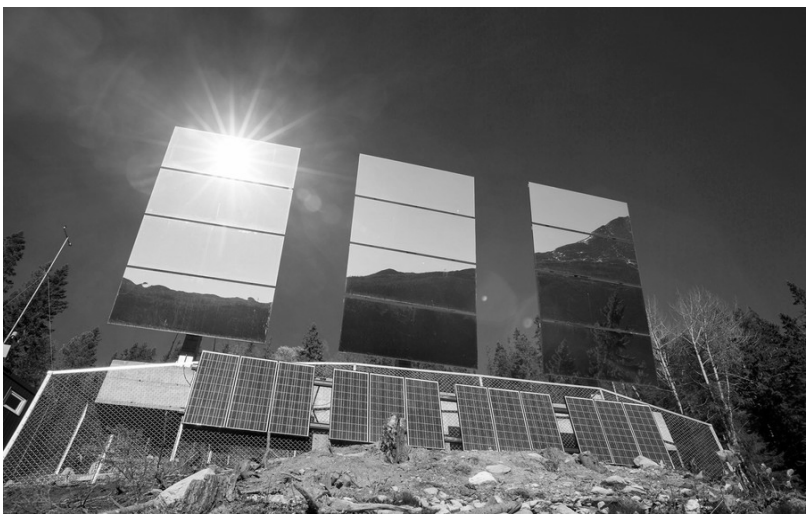

আয়নাটি আয়তনে ৪০ বর্গমিটার ও ওযনে ১.১ টন। সূর্যের আলো প্রবেশের জন্য আয়নাটিকে পাইন গাছের মাধ্যমে একটি পর্বতের প্রায় ১ হাযার ১০০ মিটার (৩৬০৮.৯২৪ ফুট) উচ্চতায় স্থাপন করা হয়েছিল। গ্রামের কেন্দ্রে আলো প্রতিফলিত করার জন্য আয়নাটি পাহাড়ের ধারে বসানো হয়েছিল। আয়নাটি কম্পিউটার চালিত হওয়ায় সারা দিন সূর্যের গতিপথ অনুসরণ করে ও সূর্যের আলোর প্রতিফলন ঘটায়। যা প্রায় সারাদিন গ্রামটিকে আলোকিত রাখতে সাহায্য করে।

এই আয়নাটি স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের জীবন যাপনের মান উন্নত হয়। তারা পুনরায় খাদ্যের চাহিদা অনুযায়ী ফসল উৎপাদন করতে পারে। আর স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ না থাকার কারণে বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পায় এবং প্রচণ্ড শীতে বৈরী আবহাওয়া থেকেও রেহাই পায়।

শয়তানের কাজ

জুনায়েদ আল-হাবীব, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

একদা একজন শিক্ষক তাঁর ছাত্রকে নিয়ে মিষ্টির দোকানে গেলেন। মিষ্টি খেতে খেতে শিক্ষক ছাত্রকে বললেন, শোন বৎস! শয়তানের কাজ অতি সামান্য। তবে তা থেকে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটে যায়। সে একটু খোঁচা দিয়ে দেয়। আর মানুষ সেটাকে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়। এমনকি বড় বড় যুদ্ধ পর্যন্ত হতে পারে। এটা ভালোভাবে বুঝানোর জন্য শিক্ষক তার হাতে থাকা মিষ্টির রস পাশের দেয়ালে লাগিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর সেখানে সারি সারি পিঁপড়া এলো। পিঁপড়ার সারি দেখে দেয়ালে থাকা একটি টিকটিকি তাদেরকে খাওয়ার জন্য দৌড়ে এলো। এদিকে একটি বিড়াল টিকটিকি ধরার জন্য অনেক্ষণ ধরে তার দিকে নযর রাখছিল। সে টিকটিকিকে একটু নিচে নামতে দেখেই তাকে ধরার জন্য লাফিয়ে উঠল। সে টিকটিকি ধরে নিয়ে পড়লো মিষ্টির হাড়ির মধ্যে। তা দেখে দোকানদার তো রেগে আগুন। সে লাঠি নিয়ে বিড়ালটিকে মারার জন্য তাড়া করল। বিড়ালটি ছিল পাশের বাড়ির মালিকের পোষা। ফলে সেও লাঠি নিয়ে এগিয়ে এলো। শুরু হল তুমুল ঝগড়া। আশেপাশের অনেক লোক জড় হয়ে গেল। তারাও কেউ দোকানদারের পক্ষ নিল কেউ আবার বিড়ালের মালিকে পক্ষে কথা বলতে লাগল। এভাবে গ্রামের লোকের মধ্যে দু'টি দল হয়ে গেল। তখন শিক্ষক বললেন, এটাই হলো শয়তানের কাজ। সামান্য রস লাগিয়ে বসে বসে মজা দেখে।

শিক্ষা :

১. *ছোট ভুলের কারণে অনেক বড় ক্ষতি হয়। তাই সামান্য জিনিসের জন্য বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।*
২. *শয়তান মানুষের চির শত্রু। তার ওয়াসওয়াসা থেকে সবসময় বেঁচে থাকতে হবে।*
৩. *খাওয়ার পরে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। যেখানে-সেখানে হাত মোছা বা ময়লা-আবর্জনা ফেলা উচিৎ নয়।*
৪. *ঝগড়া-বিবাদ কখনোই কাম্য নয়। কেউ ঝগড়া করলে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।*

সুন্নাতী জানাযা বনাম প্রচলিত জানাযা

কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ, সোনামণি।

(গত সংখ্যার পর)

জানাযার ছালাত শেষে সবার উদ্দেশে ফারূক বলবে...

পুত্র (ফারূক) : সম্মানিত মুছল্লীবৃন্দ! আপনারা কেউ যাবেন না। আমাদের পারিবারিক গোরস্থানে আব্বার দাফন হবে। আপনারা মাটি দিয়ে মুনাজাত শেষ করে যাবেন। আর ৪০ দিন পর বাদ যোহর চল্লিশা ও মীলাদ মাহ্ফিল হবে। আপনারা সবাই আসবেন এবং দো'আয় শামিল হবেন।

মা'রূফ (সোনামণি) : (মা'রূফ ফারূকের কাঁধে হাত রেখে অর্থাৎ তাকে সম্মান জানিয়ে বলবে)..

ভাই ফারূক আমি একটু বলি? সম্মানিত সুধীমণ্ডলী! জানাযা মৃত ব্যক্তির জন্য শ্রেষ্ঠ দো'আ। এখানে আমরা বলি,

১- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত এবং (এই জানাযায়) উপস্থিত-অনুপস্থিত আমাদের ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী সকলকে আপনি ক্ষমা করুন। যাকে আপনি বাঁচিয়ে রাখবেন, তাকে ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখুন এবং যাকে মারতে চান, তাকে ঈমানের হালতে মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! এই মাইয়েতের (জন্য দো'আ করার) উত্তম প্রতিদান হতে আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবেন না'।

(২) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দো'আ যা প্রথমটির সাথে যোগ করে পড়া যায় বিশেষভাবে মাইয়েতের উদ্দেশ্যে। যেমন–

২- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّيْ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ

الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি এই মাইয়েতকে ক্ষমা করুন। তাকে অনুগ্রহ করুন। তাকে নিরাপদে রাখুন এবং তার গোনাহ মাফ করুন। আপনি তাকে সম্মানজনক আতিথেয়তা প্রদান করুন। তার বাসস্থান প্রশস্ত করুন। আপনি তাকে পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা ধৌত করুন এবং তাকে পাপ হতে এমনভাবে মুক্ত করুন, যেমনভাবে সাদা কাপড় ময়লা হতে ছাফ করা হয়। আপনি তাকে দুনিয়ার গৃহের বদলে উত্তম গৃহ দান করুন। তার দুনিয়ার পরিবারের চাইতে উত্তম পরিবার এবং দুনিয়ার জোড়ার চাইতে উত্তম জোড়া দান করুন। তাকে আপনি জান্নাতে দাখিল করুন এবং তাকে কবরের আযাব হতে ও জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করুন'।

মাইয়েত শিশু হলে সূরা ফাতিহা, দরূদ ও জানাযার ১ম দো'আটি পাঠের পর নিম্নোক্ত দো'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَّفَرَطًا وَّذُخْرًا وَّأَجْرًا

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি এই শিশুকে আমাদের জন্য (এবং তার পিতা-মাতার জন্য) পূর্বগামী, অগ্রগামী এবং আখেরাতের পুঁজি ও পুরস্কার হিসাবে গণ্য করুন'!

এরপর আর কোন দো'আ অনুষ্ঠান, কুলখানী ও মীলাদ মাহফিলের প্রয়োজন নেই। এখন শুধু 'বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ' বলে কবরে শুয়ে দিবেন। এসময় তিন মুঠি মাটি দেওয়ার সময় প্রথম মুঠিতে *'মিনহা খালাক্বনা-কুম' দ্বিতীয় মুঠিতে 'ওয়া ফীহা নু'ঈদুকুম' এবং তৃতীয় মুঠিতে 'ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তা-রাতান উখরা'* বলা বিদ'আত। এটা সূরা ত্বোয়াহার ১০২ নং আয়াত। শুধু তাই নয় মৃতুর পর এদেশে অসংখ্য শিরক ও বিদ'আত চালু রয়েছে। এর মধ্যে ছালাতুর রাসূল বইয়ে এ দেশে প্রচলিত ২৩টি শিরক ও ৯০টি বিদ'আত উল্লেখ রয়েছে। যেমন ১. কবরের আযাব মাফ হবে মনে করে পীরের মাযারের কাছাকাছি কবরস্থ হওয়া। ২. কবরস্থানের পাশ দিয়ে কোন মুত্তাক্বী আলেম হেঁটে গেলে ঐ কবরবাসীদের চল্লিশ দিনের গোর আযাব মাফ হয় বলে বিশ্বাস রাখা ৩. জুতা পাক থাকা

সত্ত্বেও জানাযার ছালাতে জুতা খুলে দাঁড়ানো ৪. কবরে মাইয়েতের উপরে গোলাপ পানি ছিটানো ও বোতলটা কবরে রেখে দেওয়া ৫. কবরের উপরে মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে ও পায়ের দিক থেকে মাথার দিকে পানি ছিটানো। অতঃপর অবশিষ্ট পানিটুকু কবরের মাঝখানে ঢালা ইত্যাদি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** স্যারের ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর পিতা মাওলানা আহমাদ আলীর কোরআন ও কলেমাখানী বই দু'টি পাঠ করুন।

দু'ভাই একসাথে : তুমি এগুলো কোথা থেকে শিখলে?

হাসান : সোনামণি সংগঠনের সাপ্তাহিক বৈঠকে বসে এগুলি শিখেছি।

পুত্র (ফারূক) : সোনামণি কী?

হাসান : সোনামণি একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনের **মূলমন্ত্র হল :** 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে নিজেকে গড়া'।

এ সংগঠনের রয়েছে ৫টি নীতিবাক্য যথা :

(ক) সকল অবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করি।

(খ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি।

(গ) নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি।

(ঘ) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করি।

(ঙ) আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি।

পুত্র (ফারূক) : সোনামণি, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

হাসান (সোনামণি) : আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ! জাযাকুমুল্লাহু খায়রান। (সকলের উদ্দেশ্যে দো'আ করবে) আল্লাহ আমাদের সকলকে বিদ'আতী পদ্ধতি বাদ দিয়ে সুন্নাতী পদ্ধতিতে জানাযার ছালাত আদায় করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

জ্ঞান, সম্পদ ও মর্যাদার সংলাপ

আবু রায়হান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

একদা জ্ঞান, সম্পদ ও মর্যাদার একসাথে দেখা হল। অতঃপর তাদের মাঝে কিছুক্ষণ কথপোকথন হল।

- **সম্পদ বলল,** মানুষের উপর আমার বিরাট প্রভাব। আমার যাদুতে ছোট-বড় সবাই আটকে যায়। আমি অনেকের বড় বড় কষ্ট লাঘব করি ও বিপদাপদ দূর করে দেই। আর আমার অভাব থাকলে মানুষকে দুঃখ-কষ্ট ঘিরে ধরে।
- **জ্ঞান বলল,** আমি বিবেক দিয়ে কাজ করি। আমি বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও সঠিক নিয়ম প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করি। টাকা-পয়সা দিয়ে নয়। আমি অভাব, অসুখ ও অজ্ঞতার মত মানুষের বিভিন্ন সমস্যা দূর করার জন্য সর্বদা সংগ্রামে লিপ্ত থাকি।
- **মর্যাদা বলল,** আমি তো অমূল্য রতন। আমাকে নিয়ে কেউ ব্যবসা করতে পারে না। কারণ আমাকে কেনাও যায় না, বেচাও যায় না। যে আমার মূল্য বুঝে, আমাকে অর্জনের চেষ্টা করে, তাকে আমি সম্মানিত করি। আর যে বাড়াবাড়ি করে, তাকে লাঞ্ছিত করি। সঅতঃপর যখন তারা চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিল, তখন জানতে চাইল, আমরা আবার কীভাবে একে অপরের সাক্ষাৎ পাব?
- **সম্পদ বলল,** আমার সাথে যদি সাক্ষাৎ করতে চাও তাহলে বড় বড় প্রাসাদে আমাকে খোঁজ কর।
- **জ্ঞান বলল,** আমার দেখা পেতে চাইলে মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আর লাইব্রেরীতে সন্ধান কর। কিন্তু মর্যাদা চুপচাপ বসে থাকল। সে কোন কথা বলল না। জ্ঞান ও সম্পদ বলল, তুমি কিছু বলছ না কেন? তোমাকে কোথায় পাব?
- **মর্যাদা বলল,** বন্ধুরা! আমাকে কোথাও খুঁজে পাবে না। কারণ আমি একবার চলে গেলে আর ফিরে আসি না।

শিক্ষা :

জীবনে জ্ঞান, সম্পদ ও মর্যাদার প্রয়োজন আছে। তাই যথাস্থানে এগুলোর খোঁজ করতে হবে এবং বৈধ উপায়ে অর্জনের চেষ্টা করতে হবে।

শীতকালীন সবজির গুণাগুণ

ইমরুল কায়েস
পরিচালক, সোনামণি, রাজশাহী-সদর।

শীতকাল যেমন প্রকৃতিকে কুয়াশার চাদরে ঢেকে দেয়, তেমনি বাজারে নিয়ে আসে নানা ধরনের শীতের সবজি। যদিও এখন সারা বছরই বাজারে প্রায় সব ধরনের সবজি পাওয়া যায়। কিন্তু শীতের সবজির আসল স্বাদটা কিন্তু শীতেই পাওয়া যায়। পুষ্টিগুণও থাকে অটুট। তাই সারা বছর বিভিন্ন ধরনের সবজি খেলেও শীতের সবজি খাওয়ার মজাই আলাদা।

আমাদের দেশে শীতের সময় বাজারে বেশি দেখা যায়- ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রোকলি, লাউ, মটরশুঁটি, গাজর, লালশাক, পালংশাক, মুলা, শালগম, শিম, টেমেটো ও পেঁয়াজ কলি প্রভৃতি। এখন আমরা শীতের বিভিন্ন সবজির সাথে পরিচিত হব ও জানব কোন সবজিতে কী পুষ্টিগুণ থাকে।

ফুলকপি : শীতকালীন সবজির প্রথমেই আসে ফুলকপির নাম। নানা পুষ্টিগুণে ভরপুর ফুলকপি। এতে আছে ভিটামিন সি, এ, ডি ও কে। রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও লৌহ। ক্যান্সার প্রতিরোধে ফুলকপির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ফুলকপি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। ফুলকপির ভিটামিন এ ও সি শীতকালীন সর্দি, কাশি, জ্বর এ টনসিলের ব্যথা কমায়।

ব্রোকলি : অনেকটা ফুলকপির মত দেখতে একটি সবুজ সবজি হল ব্রোকলি। শিশুরা কেউ কেউ একে সবুজ ফুলকপি বলে থাকে। ব্রোকলিতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন ও ক্যালসিয়াম বিদ্যমান। এটি অত্যন্ত উপাদেয়, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর একটি সবজি। এটি চোখের রোগ, রাতকানা, হাড়ের বিকৃতি প্রভৃতির উপসর্গ দূর করে ও বিভিন্ন রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

বাঁধাকপি : পাতার মোড়কে থাকে বলে একে অনেকে পাতাকপি বলেন। বাঁধাকপিতে আছে নানা পুষ্টিগুণ। যেমন- ভিটামিন সি ও ই। এর ফলিক এসিড শরীরে রক্ত বাড়ায়, মায়ের পেটে থাকা শিশুর সুস্থতা নিশ্চিত করে। বাঁধাকপিতে বিদ্যমান গ্লুকোসিনোলেট নামের উপাদান ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে। গবেষণা বলছে, সবুজপাতায় মোড়া এ ধরনের সবজি রক্তে চর্বি কমায়।

লাউ : লাউ ফুলানো বেলুনের মত দেখতে পানিপূর্ণ ঠাণ্ডাজাতীয় একটি সবজি। গোল, লম্বা, ডিম্বাকার বিভিন্ন রকম দেখতে এ সবজি এখন সারা বছর পাওয়া গেলেও, লাউ মূলত শতীকালীন সবজি। এতে সবচেয়ে বেশি রয়েছে পানি, যা আমাদের দেহকে সহজেই পানিশূন্যতা থেকে রক্ষা করে। এ ছাড়াও রয়েছে ফাইবার, ফসফরাস, আয়রন, ক্যালসিয়াম ও জিঙ্ক। লাউয়ের জিঙ্ক উপাদানটি আমাদের দেহকে হৃদরোগ থেকে রক্ষা করে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে লাউকে পথ্য হিসাবে ধরা হয়। লাউ খেলে স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে। অনিদ্রার সমস্যাতেও উপকারী এটি।

টমেটো : এটি একটি জনপ্রিয় সবজি, যা কাঁচা ও রান্না উভয় অবস্থায় খাওয়া যায়। ক্যালোরিতে ভরপুর এ সবজিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি। টমেটোতে উপস্থিত ভিটামিন-সি ত্বক ও চুলের রুক্ষভাব দূর করে এবং ঠাণ্ডাজাতীয় রোগ ভালো করে। যে কোন চর্মরোগ, বিশেষত স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধ করে। টমেটোতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা প্রকৃতির

ক্ষতিকর আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির বিরুদ্ধে লড়াই করে। দাঁতের গোড়া মযবূত করে ও চোখের পুষ্টি জোগায়। তবে মনে রাখতে হবে, ম্যালিক ও সাইট্রিক এসিড থাকায় একসাথে অনেক টমেটো খেলে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হতে পারে।

গাজর : গাজর অত্যন্ত পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও খাদ্য আঁশসমৃদ্ধ শীতকালীন সবজি। গাজরে আছে বিটা ক্যারোটিন, যা চোখের দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখে। অন্যান্য উপাদানগুলে পেটের ক্যান্সার প্রতিরোধ করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। ত্বকের খসখসে ও রোদে পোড়া ভাব কমায়। গাজরের সঙ্গে মধু মিশিয়ে ত্বকে ব্যবহার করলে ত্বকের মরা কোষ দূর হয় ও ত্বক উজ্জ্বল হয়।

শিম : শিম আমিষের খুব ভালো উৎস। যারা কোন কারণে মাছ, গোশত খেতে পারেন না, তারা শিম, বরবটি, মটরশুঁটি খেয়ে আমিষের চাহিদা পূরণ করতে পারেন। শিমে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ফাইবার। এছাড়া রয়েছে ক্যালসিয়াম এবং প্রোটিন। শিম হজমসহায়ক এবং কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ও অপুষ্টি দূর করে।

পুষ্টিবিদদের মতে, শীতকালীন সবজিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম, বিটা-ক্যারোটিন, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, ফলিক এসিড, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ভিটামিন প্রভৃতি। যা হাড়ের ক্ষয় রোধে ও শরীরে রক্ত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভিটামিন এ, সি ও ই-এর ঘাটতি পূরণেও শীতের সবজি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন-ই মুটিয়ে যাওয়ার সমস্যা থেকে রক্ষা করে এবং চুলপড়া রোধ করে। তাই সুস্থ, সুন্দর ও সতেজ থাকার জন্য প্রচুর পরিমাণে শীতকালীন শাকসবজি গ্রহণ করা উচিত।

যেলা পুনর্গঠন

'সোনামণি'র ২০২৩-২৫ সেশনের জন্য যেলাসমূহের কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ বিভিন্ন যেলা সফর করেন। পুনর্গঠিত যেলা সমূহের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নে উল্লেখ করা হল।-

যেলার নাম	পরিচালক	সহ-পরিচালকবৃন্দ
১৩.চাঁপাইনবাবগঞ্জ-উত্তর	ফাহীম ফায়ছাল	১. মুহাম্মাদ যুবায়ের ২. রিপন আলী ৩. মা'রেফুল ইসলাম ৪. তৈয়বুর রহমান
১৪. কুষ্টিয়া-পূর্ব	রেযাউল ইসলাম	১. আব্দুল ওয়াহেদ ২. তামজীদ ৩. মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান ৪. রেযাউল ইসলাম
১৫. কুষ্টিয়া-পশ্চিম	মুহাম্মাদ মুঈনুর রহমান	১. আলমগীর হোসাইন ২. স্বাধীন আলী ৩. শাহাদত হোসাইন ৪. কুরবান আলী
১৬. কুমিল্লা	আব্দুস সাত্তার	১. কাউছার আহমাদ ২. হাফেয আবু সাঈদ ৩. ক্বারী আব্দুল আলীম ৪. যহূরুল ইসলাম
১৭.চাঁপাইনবাবগঞ্জ-দক্ষিণ	আব্দুর রহমান	১. মনীরুল ইসলাম ২. মাহফূয আলম ৩. রাতুল হাসান ৪. শামীম রেযা
১৮. জয়পুরহাট	সালেম	১. মুহাম্মাদ শামীম হোসাইন ২. যাকির হোসাইন ৩. আবুল কাসেম ৪. মু'আয মণ্ডল
১৯. ঢাকা-দক্ষিণ	তানভীরুয্যামান	১. মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ২. আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক ৩. ইয়াসির আরাফাত ৪. মুহাম্মাদ ই'জায আহমাদ

২০. নীলফামারী-পশ্চিম	মুহাম্মাদ ইয়াসীন আলী	১. মুহাম্মাদ রাসেল ইসলাম ২. হাফেয যয়নুল আবেদীন ৩. মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ৪. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
২১. পঞ্চগড়	মুহাম্মাদ মুছতফা আলম	১. মুহাম্মাদ ইমাম হাসান ২. মুহাম্মাদ সাদীদ ৩. মুরাদ আলী ৪. লাবীব হাসান
২২. বগুড়া	এস.এম আব্দুর রব	১. রফীকুল ইসলাম ২. মফীযুল ইসলাম ৩. মাহবূবুর রহমান ৪. আব্দুল্লাহ
২৩. বাগেরহাট	মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ	১. মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ২. এইচ. এম. রিযওয়ান ৩. মুহাম্মাদ মাহদী হাসান ৪. মুহাম্মাদ নিঝুম
২৪. রাজশাহী-পূর্ব	সারোয়ার মেছবাহ	১. মাহমূদুল হাসান ২. ক্বারী আয়নুল হক ৩. মুহাম্মাদ ইস্রাফীল ৪. নাঈম ছিদ্দীকী
২৫. রংপুর-পশ্চিম	সাব্বীর আহমাদ	১. শরীফুল ইসলাম ২. মুহাম্মাদ রাসেল মণ্ডল ৩. রশীদুল ইসলাম ৪. মুহাম্মাদ শাহীনুর রহমান
২৬. রংপুর-পূর্ব	মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ	১. মুহাম্মাদ রাসেল মিয়া ২. শফীকুল ইসলাম ৩. মুহাম্মাদ নয়ন মিয়া ৪. মুহাম্মাদ সালমান
২৭. সাতক্ষীরা	আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর	১. মাহফূয আনাম ২. আবুল কালাম ৩. আরীফ বিল্লাহ ৪. আব্দুল হাকীম
২৮. সিরাজগঞ্জ	মুহাম্মাদ নাছরুল্লাহ	১. আবু রায়হান ২. আব্দুর রহীম ৩. শাহাদাত হোসাইন ৪. আহমাদ হোসাইন

২৯. লালমনিরহাট	মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান	১. মুহাম্মাদ মুছতফা ২. আব্দুল্লাহ আল-মাহদী ৩. মুহাম্মাদ ইবনু আনোয়ার ৪. মুহাম্মাদ তাইবুল ইসলাম
৩০. নারায়ণগঞ্জ	মাহফূযুর রহমান	১. আবু সাঈদ ২. সেলীম মিয়া ৩. রেযওয়ানুল কবীর ৪. ফায়ছাল আহমাদ
৩১. গাযীপুর-উত্তর	আব্দুল কাহ্হার	১. সাঈদুল হক ২. মুহাম্মাদ নবীন ৩. আলমগীর হোসাইন ৪. ফরীদ আলম
৩২. গাযীপুর-দক্ষিণ	মুহাম্মাদ নাঈমুর রহমান	১. সাখাওয়াত হোসাইন ২. ফায়ছাল আহমাদ ফাহাদ ৩. জানে আলম ৪. মুহাম্মাদ শাহ আলম
৩৩. নরসিংদী	আবু হানীফ	১. আব্দুল মুমিন ২. এনামুল হক ৩. সাইফুল ইসলাম ৪. আব্দুল বারী
৩৪. ঝিনাইদহ	নযরুল ইসলাম	১. আসাদুয্যামান ২. জানারুদ্দীন ৩. আযীমুদ্দীন ৪. হেদায়াতুল্লাহ
৩৫. চুয়াডাঙ্গা	সাজিদ শাহরিয়ার	১. মুসলিম ২. মুনীরুল ইসলাম ৩. মিলন অর-রশীদ ৪. ফিরোয

উক্ত কমিটি গঠন উপলক্ষে যেলাসমূহে সফরকারী দায়িত্বশীলদের মধ্যে ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা, মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, পরিচালক, রবীউল ইসলাম, সহ-পরিচালক, নাজমুন নাঈম, মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম, আবু রায়হান, মুফীযুল ইসলাম, আবু তাহের মেছবাহ ও মাহফূয আলী।

সর্দি-কাশি ও ফ্লু

ডা. ইমা ইসলাম
অধ্যাপক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ।

সর্দি-কাশি ও ফ্লু রোগগুলোর সাথে অমরা কম-বেশি সবাই পরিচিত। সারা বছর জুড়েই সর্দি-কাশি ও ফ্লু-এর সমস্যা হলেও ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে এর প্রকোপ বাড়ে। বিশেষ করে শীত ও বসন্তকালে। এই রোগগুলোর কারণে আমরা ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করি। কিন্তু কিছু উপদেশ ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে চললেই সেখান থেকে উপশম মিলে। তাছাড়া একটু সতর্কতা অবলম্বন করলে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও কমে যায়।

এই রোগগুলো সহজেই একজন থেকে আরেকজনে ছড়াতে পারে। ফ্লু এর ক্ষেত্রে প্রথম পাঁচ দিনে ইনফেকশন ছড়ানোর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। তাই সতর্ক থাকতে হবে।

কীভাবে বুঝবেন আপনার সোনামণির ফ্লু হয়েছে?

ফ্লু ও সাধারণ সর্দি-কাশির লক্ষণ প্রায় একই রকম। তবে সাধারণ সর্দি-কাশির তুলনায় ফ্লু এর লক্ষণগুলোর তীব্রতা বেশি হতে পারে এবং সুস্থ্য হয়ে উঠতেও বেশি সময় লাগতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে জ্বর, ডায়রিয়া, বমি, কান-মাথা ব্যথা হতে পারে এবং চঞ্চলতা কমে যায়। এছাড়াও একটানা কাশি হওয়া, কাশির সাথে গলা ব্যথা, স্বাদ-গন্ধ না পাওয়া এবং ঘ্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলা ইত্যাদি। বড়দের তুলনায় শিশুদের ক্ষেত্রে লক্ষণগুলো বেশি দিন ধরে থাকতে পারে।

সর্দি-কাশি সাধারণত ৭-১০ দিনের মধ্যে সেরে যায়। তবে যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম শাসকষ্টের সমস্যা আছে, তাদের সর্দি-কাশি থেকে নিউমোনিয়ার মতো জটিলতায় ভোগার সম্ভাবনা থাকে। অন্যদিকে ফ্লু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুই সপ্তাহের মধ্যে সেরে যায়। তবে কারো কারো ক্ষেত্রে নিউমোনিয়াসহ নানান জটিলতা হতে পারে। এমনকি কিছু জটিলতা থেকে মৃত্যু ও হতে পারে। তবে সহজ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তার পরিমাণ অনেক কমে আসে।

১. দ্রুত সর্দি-কাশি ও ফ্লু সারাতে প্রাথমিকভাবে বিশ্রাম নেওয়া ও পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমানো প্রয়োজন।

২. প্রচুর পরিমাণে পানি পান করা এবং তরল খাবার যেমন ফলের জুস, চিড়া পানি, ডাবের পানি, ইত্যাদি খাওয়া উপকারী।
৩. গলা ব্যথা উপশমের জন্য লবণ, আদা, লবঙ্গ মিশিয়ে কুসুম গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করলে উপকার পাওয়া যায়।
৪. গলা ব্যথা ও কাশির জন্য মধু খাওয়া যেতে পারে।
৫. শরীরে পর্যাপ্ত গরম কাপড় পরিধান করতে হবে ও বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস থেকে দূরে থাকতে হবে।
৬. অবস্থা গুরুতর মনে হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

রোগ পরবর্তী সতর্কতা

সাধারণত মৌসুমী জ্বর বা ফ্লু একবারে সেরে যায় না। এটা সম্পূর্ণ নিরাময় হতে কয়েক ধাপে সময় নিতে পারে। এজন্য একটু সুস্থতা অনুভব করলেই সকল স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করা উচিত নয়। বরং কিছু সতর্কতা মেনে চলা প্রয়োজন। ফ্লু হলে জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পর অন্তত ২৪ ঘণ্টা যরূরী প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে না যাওয়া ভালো। ওযু, গোসল ও পান করার ক্ষেত্রে কুসুম গরম পানি ব্যবহার করা উত্তম।

সোনামণি প্রতিভার নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন!

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর '১২ হতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে 'সোনামণি প্রতিভা'। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমরা পাঠকদের সামর্থ্যের বিষয়টি মাথায় রেখেই পত্রিকার মূল্য নির্ধারণ করেছি। চলতি বছরে কাগজের মূল্য, ডাক খরচ ও আনুসঙ্গিক খরচ বেড়েছে কয়েকগুণ। ফলে কেবল পত্রিকার মূল্য থেকে আগত তহবিল ব্যবহার করে পাঠকের হাতে পত্রিকা তুলে দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সেকারণ রাসূল (ছা.)-এর আদর্শের প্রচার ও প্রসার অব্যাহত রাখতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। আপনাদের সহযোগিতা ছাদাকায়ে জারিয়া হিসাবে গণ্য হবে ইনশাআল্লাহ। ওয়াসসালাম।

-সম্পাদক।

সহযোগিতা করতে যোগাযোগ করুন- সহকারী সম্পাদক (০১৭৯৭-৯০৩৪৮০)

ভাষা শিক্ষা

সারোয়ার মেছবাহ
পরিচালক, সোনামণি, রাজশাহী-পূর্ব।

প্রিয় সোনামণিরা! গত সংখ্যায় আমরা কর্ম বা اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ সম্পর্কে জেনেছি। এ সংখ্যায় আমরা তুলনামূলক আধিক্য অর্থজ্ঞাপক বিশেষ্য বা اِسْمُ التَّفْضِيْلِ তৈরির পদ্ধতি জানব। অর্থাৎ যেটার মাধ্যমে একটার তুলানায় অন্যটা বড় বা বেশি বুঝায়। ইংরেজীতে একে Degree বলে।

আরবীতে اِسْمُ التَّفْضِيْلِ তৈরির পদ্ধতি হল, তিন অক্ষর বিশিষ্ট فِعْلٌ থেকে أَفْعَلُ এর ওযনে اِسْمُ التَّفْضِيْلِ গঠিত হয়। যেমন :

فِعْلٌ	اِسْمُ التَّفْضِيْلِ	فِعْلٌ	اِسْمُ التَّفْضِيْلِ
نَصَرَ (সাহায্য করল)	أَنْصَرُ (অধিক সাহায্যকারী)	جَمَلَ (সুন্দর হল)	أَجْمَلُ (সুন্দরতম)
سَمِعَ (শ্রবণ করল)	أَسْمَعُ (অধিক শ্রবণকারী)	طَالَ (দীর্ঘ হল)	أَطْوَلُ (দীর্ঘতম)

বাংলা ও ইংরেজীতে বিশষণকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। সাধারণ বিশেষণ, তুলনামূলক আধিক্য নিদের্শকারী বিশেষণ ও সর্বাধিক নির্দেশকারী বিশেষণ। ইংরেজীতে এগুলোকে যথাক্রমে Positive, Comparative ও Superlative Degree বলে।

বাংলায় মূল বিশেষণের পরে তর ও তম যোগ করে আধিক্য বুঝানো হয় এবং ইংরেজীতে শব্দের শেষে er ও est অথবা শব্দের শুরুতে More ও Most যুক্ত করা হয়। নিচের ছকে লক্ষ্য করলে ভালোভাবে বুঝতে পারবে।

Positive Degree	Comparative Degree	Superlative Degree
Big (বৃহৎ)	Bigger (বৃহত্তর)	Bigest (বৃহত্তম)
Small (ক্ষুদ্র)	Smaller (ক্ষুদ্রতর)	Smallest (ক্ষুদ্রতম)
Beautyful (সুন্দর)	More beautyful (সুন্দরতর)	Most beautyful (সুন্দরতম)

লেনদেনের আদব

১. ডান হাতে আদান-প্রদান করা।

২. কেউ উপকার করলে বা উপহার দিলে হাসিমুখে 'জাযা-কাল্লা-হু খায়রান' বলা।

৩. কেউ কিছু চাইলে তা দেয়ার চেষ্টা করা। সম্ভব না হলে ভদ্রতার সাথে ক্ষমা চাওয়া।

৪. কাউকে ঋণ দিলে লিখে রাখা।

৫. নিজে ঋণ নিলে যথাসময়ে পরিশোধ করা।

৬. কেউ ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে তা মাফ করে দেয়া নতুবা সময় দেয়া।

৭. সর্বক্ষেত্রে সততা, ধৈর্য, আমানতদারিতা ও সহনশীলতা বজায় রাখা।

৮. কারো উপর যুলুম ও অন্যায় না করা।

৯. অঙ্গীকার করলে তা রক্ষা করা।

১০. কেউ ভুলে কিছু ফেলে গেলে তাকে তা ফিরিয়ে দেওয়া।

কুইজ

১. মু'জিযা অর্থ কী?

উ:.................................
....
....

২. আল্লাহ এই উম্মতকে কাদের মাধ্যমে সাহায্য করে থাকেন?

উ:.................................
....
....
....

৩. রাসূলুল্লাহ (ছা.) কোন সময়ের কাজের জন্য বরকতের দো'আ করেছেন?

উ:.................................
....
....
....

৪. একসাথে অনেক টমেটো খেলে কী হয়?

উ:.................................
....
....

৫. আল্লাহ কার প্রতি অনুগ্রহ করেন না?

উ:.................................
....

https://ahlehadeethbd.org/protiva/

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী ২০২৪।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) ১৩ নববী বর্ষে (২) আবু ওমায়ের (রা.) (৩) জন্মের সপ্তম দিনে মাথা মুণ্ডন করে সেখানে যাফরান মাখিয়ে দেওয়া হয় (৪) ফিলিস্তীনের আল-কুদস নগরীতে (৫) প্রকৃত বীর সেই, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করকে সক্ষম হয়।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম

১ম স্থান : জান্নাতুল মাওয়া, বিশেষ-১
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (বালিকা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : নেহাল করীম, মক্তব বিভাগ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : আনাস আব্দুল্লাহ, হিফয বিভাগ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম :.....
প্রতিষ্ঠান :.....
..... **শ্রেণী :**.....
ঠিকানা :.....
.....
মোবাইল :.....

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত, নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করা এবং আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সদা সত্য কথা বলা, সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লা-হ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লা-হ' বলে শেষ করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালোভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ সেবা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ পরস্পরকে হক ও ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা।

ছোট্ট সোনামণিদের জন্য সদ্য প্রকাশিত বর্ণমালা সিরিজ

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২৪

পুরস্কার
- ১ম পুরস্কার ১২,০০০/- (সনদসহ)
- ২য় পুরস্কার ৯,০০০/- (সনদসহ)
- ৩য় পুরস্কার ৭,০০০/- (সনদসহ)
- বিশেষ পুরস্কার (১০টি) ১,০০০/- (সনদসহ)

সকলের জন্য উন্মুক্ত
(২০২৩ সালের ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীগণ ব্যতীত)

নির্বাচিত বই
তরজমাতুল কুরআন
(১-১৫ পারা পর্যন্ত)
লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

১৬ই ফেব্রুয়ারী সকাল ১০-টা

পরীক্ষার ফী
১০০ টাকা
বিকাশ নম্বর : ০১৭৭৫-৬০৬১২৩

প্রশ্নপদ্ধতি
এম সি কিউ (১০০ টি), সময় : ১ ঘন্টা

প্রতিযোগিতার স্থান
অনলাইন : exam.hfeb.net

অংশগ্রহণের আবেদন লিংক:
cutt.ly/QwQDVCsK

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান
তাবলীগী ইজতেমা ২০২৪, ২য় দিন, যুব সমাবেশ মঞ্চ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩

যোগাযোগ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা) নওদাপাড়া (আম চত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস :
০১৭১৫-৭১৫১৪৩

অর্ডার করুন
০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
(বিকাশ)

বই দু'টিতে অতি সহজ-সাবলীল ভাষায় ইসলামী আক্বীদা, আমল ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে, যা সোনামণিদের বিশুদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে ইনশাআল্লাহ।

৬৩তম সংখ্যা জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২৪ মূল্য : ২০/-

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

শিশু শ্রেণীর বই সমূহ

তৃতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ

অন্যান্য শ্রেণীর বই সমূহ

দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদা পুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০